POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
26

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 শে জুন, 2017 29 এহসান,1396 হিজরী শামসী 4 শওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

অধোগামী মুষিক সাজিও না, বরং ঊর্ধ্বগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর, যাহা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পসন্দ করে। তোমরা তওবার বয়াত গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না, এবং সাপের ন্যায়ও হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও পুনরায় সাপ থাকিয়া যায়। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কান খুলিয়া শোন, একীনের (দৃঢ়-বিশ্বাস) ন্যায় কোন বস্তু নাই। একমাত্র একীনই মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত করে। একীনই মানুষকে পুণ্য কর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদা তা'লার খাঁটি প্রেমিক করিয়া তুলে। তোমরা কি একীন ব্যতিরেকে পাপ বর্জন করিতে পার? একীনের জ্যোতিঃ ছাড়া কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করিতে পার? একীনের অনুপস্থিতিতে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? ..... অতএব স্মরণ রখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং রূহুল কুদুস তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে একীন লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই খোদা তা'লার দর্শন লাভ করিবে। ধন্য সে-ই ব্যক্তি, যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মুবারক তোমরা, যখন তোমাদিগকে একীনের সম্পদ দেওয়া হয় যাহার ফলে তোমাদের গুণাহ্‌র অবসান হইবে। 'গুনাহ' এবং 'একীন' একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তের ভিতরে হাত দিত পার যাহার মধ্যে তোমরা ভয়ানক এক বিষাক্ত সাপ দেখিতেছ? তোমরা এইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পার যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা বজ্রপাত হয়, কিম্বা যেখানে এক রক্তপিপাসু বাঘের আক্রমণের আশঙ্কা আছে, অথবা সেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদা তা'লার প্রতি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেইরূপ বিশ্বাস, সাপ, বজ্র, বাঘ বা প্লেগের প্রতি আছে, তাহা হইলে উহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদা তা'লার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী ! নিশ্চয় জানিও খোদা তা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে, তোমাদের একীন লাভ হইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিও, ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয় তোমরা একীন লাভ কর নাই, কেননা উহার উপাদান অর্জিত হয় নাই। কারণ, তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিতেছ না। সৎকর্মে যেইরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা সেইরূপ অগ্রসর হইতেছ না এবং যেইরূপ ভয় করা উচিত, সেইরূপ ভয় তোমরা করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ যাহার এই 'একীন' আছে যে, অমুক গর্তে সাপ আছে-সে কি সেই গর্তে হাত দিবে? যাহার 'একীন' আছে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে-সে কি সেই খাদ্য খাইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, অমুক জঙ্গলে এক হাজার রক্তপিপাসু বাঘ আছে, তখন কেমন করিয়া তাহার পা অসাবধনতা ও উদাসীনতাবশঃ সেই জঙ্গলের দিকে আগাইবে? তোমাদের হাত, পা, কান ও চোখ কিভাবে পাপকর্ম করিতে সাহসী হইবে, যদি খোদা তা'লা ও তাঁহার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকে? পাপ 'একীন' এর উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন কেমন করিয়া সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার? 'একীনের' প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহাতে আরোহন করিতে পারে না। যিনি পবিত্র হইয়াছেন, 'একীনের' সাহায্যেই হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার শক্তি দান করে। এমনকি এক বাদশাহকে সিংসান ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্ব প্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদা তা'লার দর্শন লাভ করায়। প্রত্যেক কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা এবং প্রত্যেক ফিদিয়া (বিনিময়) নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা একীনের পথ ধরিয়া আসে। সেই জিনিষ- যাহা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং সততা এবং দৃঢ়তায় ফেরেশতা হইতেও অগ্রগামী করিয়া দেয়-উহা 'একীন'।

প্রত্যেক ধর্ম, যাহা 'একীন' লাভের উপকরণ সরবরাহ করিতে পারে না, তাহা মিথ্যা। প্রত্যেক ধর্ম, যাহা একীনে সাহায্যে খোদাকে দেখাইতে পারে না, তাহা মিথ্যা। কিস্‌সা কাহিনী ছাড়া যে ধর্মে কিছু নাই, তাহার প্রত্যেকটিই মিথ্যা।

খোদা তা'লা পূর্বে যেইরূপ ছিলেন এখনও সেইরূপ আছেন; তাঁহার 'কুদরত' (সর্বশক্তিমত্তা) পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে, তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার ক্ষমতা যেমন পূর্বে ছিল, তাহা এখনও আছে। সুতরাং তোমরা শুধু কিস্‌সা-কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক? ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামাত যাহার অলৌকিক বিষয়াবলী কেবল কিস্‌সা, যাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কেবল কিস্‌সা, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামাত যাহার উপর খোদা তা'লা অবতীর্ণ হন নাই এবং যাহা 'একীনের' সাহায্যে খোদা তা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই।

এরপর এগারোর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

[অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম] (নবম পর্ব)

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও এই সব শরণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই সৎ ও সরল প্রকৃতির, কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ আমরা ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতেও দেখেছি এমন কয়েকটি নেতিবাচক ঘটনা এই সকল দেশে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। অতএব,আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, পৃথিবীতে কিরূপ অস্থিরতা বিরাজ করছে এবং তা কিভাবে পৃথিবীর অধিকাংশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি পুনরায় বলব যে, এর মূল কারণ হল ন্যায়-নীতি ও সাম্যের অভাব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ন্যায়-নীতির অভাবেরর কারণেই বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকট তৈরী হয়েছে এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বিভেদ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। যদিও উন্নত ও ধনী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলিতে বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তারা এই দেশগুলির উন্নতির নামে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। ধনী দেশগুলির উচিত ছিল লোভ ও দরিদ্র দেশগুলির শোষন ত্যাগ করে তাদের অধিকার রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাদের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা। দরিদ্র দেশগুলিকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করা উচিত ছিল যাতে তারা সম্মানের সাথে নিজেদের পায় দাঁড়াতে পারত। কিন্তু বড়ই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে এমনটি হয় নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমের সূরা 'তহা'-র ১৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেছেন- 'তোমরা অপরের সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে দেখবে না।' সমগ্র পৃথিবী যদি কেবল এই একটি নীতির উপর অনুশীলন করে দেখে তবে পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। লভ্যাংশের সমবন্টন সম্ভব হবে এবং জাতিসমূহ আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সম্পদ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতে পারবে। এবং এটিও দেখা যাবে যে, লোভের বশবর্তী হয়ে যে কোন উপায়ে সম্পদ ও শক্তি অর্জন করার পরিবর্তে বিশ্ব-বানিয্যের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার প্রদান করার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই অসাম্যের একটি উদাহরণ আমরা বিশ্ব-রাজনীতিতেও লক্ষ্য করি। কিছু কিছু দেশে স্বৈরাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু বৃহত শক্তিগুলি তাদের অন্যায়-অত্যাচার এবং বর্বরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। কেননা এই দেশগুলি তাদের সঙ্গ দিচ্ছে এবং তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে সহায়কের ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু অপরপক্ষে এমন সব দেশ যাদের নেতারা এই বৃহত শক্তিগুলির সামনে বশ্যতা স্বীকার করে না সেখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে উদারভাবে সাহায্য করা হচ্ছে এমনকি সরকার বদলের দাবি জানানো হচ্ছে। বস্তুতঃ এই সব দেশগুলি নিজেদের মধ্যে সাম্যের আচরণ করে, কিন্তু পার্থক্য এতটুকুই যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দেশ বৃহত শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করছে আর এর বিপরীতে কিছু সংখ্যক দেশ এমনটি করছে না। সবার শেষে ইরাক ও লিবিয়ার উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশদুটিকে পাশ্চাত্যের নীতির পরিণামে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বিগত কয়েক বছরে সিরিয়াতেও একই চেষ্টা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সময় একথা প্রমাণ করেছে যে, ইরাক যুদ্ধে কানাডার অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল এবং আমি কানাডা সরকারের এই সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বিবাদের বিশেষ কারণ এবং তার সমাধান সূত্র না বেরিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়ায় আকাশ পথে আক্রমণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জকেও ব্যাপক পরিসরে রাজনীতি, অসাম্য এবং পক্ষপাতিত্বের উর্দ্ধে এসে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি আশি করি এবং দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং পৃথিবীর অন্যান্য বৃহত শক্তিগুলিকে সেভাবে কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন যাতে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া কোন পথ খোলা নেই, কেননা, যদি এই পরিস্থিতিই বিরাজ করে তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, পৃথিবী ইতিপূর্বেই একটি বিশ্ব-যুদ্ধের ন্যায় এক মহা বিনাশের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের নেতা এবং নীতি নির্ধারকদের সেই প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করুন যাতে আমরা নিজেদের সন্তান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এমন এক পৃথিবী রেখে যেতে পারি যা হবে শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, আমরা যেন বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পঙ্গু শিশুদের রেখে না যাই।

পরিশেষে আমি আরও একবার এখানে আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া

পার্লামেন্ট মেম্বার কার্লো কাল্ট্রোফ তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল। এই ধরণের আরও বৈঠকের প্রয়োজন আছে যাতে শান্তি ও নিরাপত্ত বৃদ্ধি পায়। আমার এলাকায় জামাত আহমদীয়া এই কাজ করছে এবং এর ফলে অবস্থা পাল্টেছে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নিকোলো ডি ওরিও বলেন: হুযুরের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ এবং তাঁর কথা অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। তাঁর বক্তব্য চমৎকার ছিল যাতে তিনি সমগ্র পৃথিবীর সমস্যাবলীকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করেছেন। জামাত আহমদীয়া একটি অনন্য জামাত, এটি ধর্মীয় সংগঠনের দিক থেকে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। হুযুর আনোয়ার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমাদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে সহনশীলতা থাকা বাঞ্ছণীয়। বর্বরতার বদলে বর্বরতাই প্রকাশ পায়। আমরা একটি বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে পারি যদি সহনশীলতার গুণটিকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হই। আমি আশ্চর্য হয়েছি কেননা, আমার ধারণা ছিল হুযুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য কয়েকটি দু-একটি কথা বলবেন। কিন্তু যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তার থেকে ভাল বক্তব্য আমি কখনো শুনি নি। তিনি ঐ সমস্ত সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করেছেন পৃথিবী আজ যেগুলির সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংকট এবং গৃহযুদ্ধ। তিনি বলেন এগুলির মূল কারণ হল অসাম্য ও ন্যায়-নীতির অভাব। তিনি বর্তমানের সমস্যাবলীর সমাধানও বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- ধর্মীয় বিষয়ে (সরকারের-অনুবাদক) হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছণীয় অথবা অনুরূপভাবে অস্ত্র কেনাবেচার বিষয়টিও রয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং এখানে এসে শান্তির দূতের কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি একার বলে পৃথিবীকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করছেন।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অমরজীত সুহী বলেন: এটি আমার জন্য গর্বের বিষয় যে আমি হুযুর আকদস-এর মুখ থেকে ইসলামের শিক্ষা শুনেছি এবং জানতে পেরেছি যে, সমাজে কীভাবে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি। এই বার্তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, কেননা আমি নিজেই একজন অভিবাসী এবং মানুষের উপর জাতি বৈষম্যের কিরূপ প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল এই যে, আমাদেরকে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে আমরা বৈচিত্র ও বিবিধতাকে সহন করতে পারব এবং এর পাশাপাশি আমাদেরকে সাম্য ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের সকলে মিলে ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রকারের বিদ্বেষের অবসান ঘটাতে হবে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট গ্রেগ ফার্গাস নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি একথা জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। বক্তৃতাটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে কেননা, এতে সেই সকল মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে যেগুলি আমি নিজেও বিশ্বাস করি। অর্থাৎ স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং শান্তি। আমি একজন ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান। রোমান ক্যাথলি চার্চের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আজকে যে বাণী শোনানো হয়েছে আমি নিজেও এরই উপর বিশ্বাস রাখি। হযরত আকদস এবং আহমদীয়া জামাত আমাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক সহযোগীতা করে থাকে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ফায়সুল খুরি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। জামাত যে সমস্ত মানব সেবামূলক কাজ করে থাকে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি কামনা করি খলীফা যেন দীর্ঘ ও সুস্থ্য সবল জীবন লাভ করেন এবং সুষ্ঠরূপে নিজের কাজ করে যেতে থাকেন।

মেরি ফ্রান্স লেলিন্দ বলেন: খলীফার পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য শোনার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, খলীফা স্বয়ং এই বাণী গোটা বিশ্বে পৌঁছে দিচ্ছেন। এর বিশেষ প্রয়োজন আছে কেননা, অজ্ঞতা ভীতির সৃষ্টি করে। হুযুর আনোয়ার নিজের ব্যস্ততা থাকা সত্বেও কিছু সময় বার করে এই বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট জুডি সিগরু বলেন: মেম্বারস অফ পার্লামেন্টের জন্য এই বক্তব্য সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। হুযুরের বক্তব্য এই উপদেশ সম্বলিত ছিল যে আমরা কিভাবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এড়িয়ে পারি। হুযুরের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, এই বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের পরিশ্রম ও পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁরই বাণী এখন গোটা পৃথিবীতে পৌঁছানো দরকার। এখন প্রয়োজন হল গোটা বিশ্ব যেন এই ছয়টি শব্দ সম্পর্কে ভেবে দেখে। " ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে" । আমি প্রার্থনা করি খোদা তা'লা যেন তাকে দীর্ঘ ও সুস্থ-সবল জীবন দান করেন যাতে তিনি এই বাণীর প্রসারের ধারা অব্যাহত রাখতে পারেন।

মূখ্য ইমাম এবং বিদ্বান মহম্মদ জিবারা নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমি একজন সুন্নী ইমাম। আমি একথা বলতে কোন সংকোচ রাখি না যে, এই বক্তব্য পৃথিবীতে

এরপর বারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ কেবল নবীদের ইতিহাস পড়ে থাকে বা শুনে থাকে। অন্যান্য মুসলমানরা কুরআনে নবী এবং তাদের মান্যকারীদের কথা পড়ে এবং শোনে। আর প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যে সমস্ত ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়েছেন বা তাদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনাবলী পড়ে বা নিজেদের আলেমদের কাছে তা শোনে। কিন্তু আহমদী মুসলমান তারা যারা মুহাম্মদী মসীহ এবং রসুলে করীম (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে মানার কারণে, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আগমণকারী খোদার প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে কার্যত সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছেন যা অন্যদের জন্য হয়তো ধর্মজগতের পুরনো কাহিনি বা ইতিহাস।

আমরা সেই শ্রেণী, আর আমাদের এমনই হওয়া উচিত কেননা আমরা মসীহে মাওউদ কে মেনেছি, যারা জাগতিক পরীক্ষা এবং বিরোধীদের শত্রুতার কারণে ধৈর্যের বাঁধন ছিন্ন হতে দেয় না এবং ঈমানকেও আমরা নষ্ট হতে দিই না। আমরা এ বিষয়ের অন্তর্দৃষ্টি রাখি যে, এ দুঃখের সুরাহা এবং চিকিৎসা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে। দু:খ এবং কষ্টের সময় এই দুনিয়ার মানুষের সামনে নয় বরং সর্বশক্তির আধার এ পৃথিবীর অধিপতি খোদার সামনেই আমাদের নতজানু হতে হবে এবং তাঁর কাছেই আমাদের চাইতে হবে। তিনিই আমাদেরকে আমাদের ধৈর্য এবং দোয়ার কল্যাণে এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

একজন ধৈর্যশীল এবং খোদার দরবারে বিনত ব্যক্তির জন্য তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অশেষ শুভ সংবাদ রয়েছে। কুরআন , হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশের আলোকে বিরোধীতা ও নির্যাতন সহন করে ধৈর্য ধারণ করা এবং দোয়ার উপর আস্থা রাখার তাকিদি নির্দেশ।

আজকাল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের উপর বিভিন্ন দেশে যে কাঠিন্য, কষ্টকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এর জন্য আমাদের কর্তব্য হল ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে তার সামনে সেজদাবনত হওয়া। কাফেরদের দলের নেতাদের পাকড়াও করে তাদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের ষড়যন্ত্র এবং অপকৌশল থেকে রক্ষার সবচেয়ে বেশি শক্তি তাঁর হাতেই রয়েছে আর জামাতের ইতিহাসে আমরা এটি দেখে এসেছি যে, শত্রু তাদের সকল শক্তি আর উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। আর জামাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

পাকিস্তানে ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে আজকাল সংসদে পাকিস্তানি মোল্লার প্রভাবে সেখানের মোল্লা এবং রাজনীতিবিদরা আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার জন্য রেজুলেশন পেশ করছে বা করেছে। যাইহোক এর যা করতে চায় করুক। পাকিস্তানের সংসদ আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে কী পেয়েছে? আর জামাতের উন্নতি থেমে গেছে কি? আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দিন দিন বিস্তৃতি এবং ব্যপকতার নতুন দিগন্ত স্পর্শ করছে, কিন্তু জামাতের সদস্যদের এটি স্মরণ রাখা উচিত, ধৈর্যের সাথে খোদার সাহায্যের জন্য দোয়া করা এবং তার সামনে সেজদাবনত হওয়া, নিজেদের নামায এবং ইবাদাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, ইবাদাতের সুরক্ষা করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। আর এটিই আমাদেরকে খোদার বর্ধিত কৃপারাজির উত্তরাধিকারে পরিণত করবে ।

আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং আরব দেশসমূহে জামাতে আহমদীয়ার বিরোধীতার উল্লেখ।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সোহাগী নামক গ্রামে আমাদের মসজিদে মৌলভীরা হামলা করে মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে ছুরি এবং খঞ্জরের আঘাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

অনেকেই আমাকে লিখেছে যে, এমন কথপোকথনের সময় আহমদীদের তুলনায় অ-আহমদীদের ভাষা বেশি নমনীয় ও কোমল হয়ে থাকে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এমন আহমদীদেরকে আমি বলব, তাদের জন্য তবলীগ করা ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। এদের এ তবলীগ খোদার নৈকট্যের কারণ না হয়ে খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাবে। অতএব, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে যে, সোস্যাল মিডিয়াতে কিছু আহমদী উত্তেজিত হয়ে অনুচিত পন্থায় বা কঠোর ভাষায় উত্তর দেয়, তাহলে এরা ভুল করে। আর এভাবে তারা একটি পাপ করছে না বরং আমরা আরেকটি পাপ করছি। আর তা হল নতুন প্রজন্মকে আহমদীয়াত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। যুবক শ্রেণির মাঝে হয়তো এ ধারণা জন্ম নিবে যে, আমাদের কাছে হয়তো যুক্তি-প্রমাণ নেই তাই আমরা কঠোর পন্থা অবলম্বন করছি। যদিও একথা সত্য নয়। অতএব, এমন লোকদের তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের আচরণের সংশোধন করতে হবে।

কেরালার পেঙ্গাডি জামাতের মুকাররম পি.পি নাযিমুদ্দীন সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত ১২ ই মে , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১২ হিজরত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (সূরা আল বাকারা: ১৫৪) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ, ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য যাচনা করো, নিশ্চই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।

মানুষকে জীবনে বহু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক জাগতিক সমস্যার মধ্য দিয়ে মানুষ অতিবাহিত হয়, এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যখন ধৈর্য্য ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সন্তান-সন্ততি, সম্পদ এবং জাগতিক বিভিন্ন জিনিসের ক্ষতি হয়। দুনিয়াদার মানুষ হাহুতাশ করে এমন পরিস্থিতিতে এই ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে নেয়, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে আবার এই ধৈর্য্য-শক্তি নেই। কেননা একজন বস্তুবাদি মানুষ যেভাবে সহ্য করে এ ক্ষেত্রে তাদের আচরণ তেমনই হয়ে থাকে। অনেক কুফরি বাক্য এবং খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগমূলক শব্দ তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। বা অনেকে এমন আছে যারা জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করার শক্তি না থাকার কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসে অনেক সময়। কিন্তু খোদার কিছু বান্দা এমনও আছে যাদের প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হয়। অথবা মর্মযাতনার সম্মূখীন হতে হয় বা দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়- কেবল এ জন্য যে খোদার নির্দেশ মান্য করে তারা খোদার কোন নবী এবং আল্লাহর প্রেরিত মহা পুরুষের প্রতি ঈমান রাখে। এক কথায় তাদের জাগতিক সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। খোদার সন্তুষ্টির

জন্যই তারা জীবনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসব ক্ষয়ক্ষতির তারা মোকাবিলা করে, কোন অভিযোগ করে না। হাঁ, তারা খোদার কাছে অবশ্যই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! যেহেতু তোমার প্রেরিত পুরুষকে মানার জন্য আমাদেরকে যাতনা দেওয়া হচ্ছে তাই তুমি আমাদের ধৈর্যশক্তিও বৃদ্ধি করো আর স্বয়ং তুমি আমাদের সাহায্য কর এবং এদের অত্যাচারের যাঁতাকল থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। আর তোমার কারণে যে পরীক্ষার আমরা সম্মুখীন সে ক্ষেত্রেও আমাদেরকে অবিচলতা দান করো।

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ কেবল নবীদের ইতিহাস পড়ে থাকে বা শুনে থাকে। অন্যান্য মুসলমানরা কুরআনে নবী এবং তাদের মান্যকারীদের কথা পড়ে এবং শোনে। আর প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যে সমস্ত ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়েছেন বা তাদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনাবলী পড়ে বা নিজেদের আলেমদের কাছে তা শোনে। কিন্তু আহমদী মুসলমান তারা যারা মুহাম্মদী মসীহ এবং রসুলে করীম (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে মানার কারণে, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আগমণকারী খোদার প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে কার্যত সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছেন যা অন্যদের জন্য হয়তো ধর্মজগতের পুরনো কাহিনি বা ইতিহাস।

অন্য কিছু ফেরকাও হয়তো বলতে পারে যে, তারাও ধর্মের কারণে বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হচ্ছে কিন্তু এদের সকলেই বা এসব জামাত বা দলগুলো বিরোধী এবং শত্রুদের কাছ থেকে সুযোগ পেলে সেভাবে আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেয় যেভাবে অত্যাচার তাদের উপর হয়, কিন্তু আহমদীরাই এমন শ্রেণী যারা মোমেন হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আইনকে নিজেদের হাতে না নিয়ে অত্যাচারের মুখে ধৈর্য ধরে খোদার সামনে সেজদাবনত হয় এবং তাঁর কাছে সাহায্য চায়। অতএব এটি একটি বড় পার্থক্য আহমদী মুসলমান এবং পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মধ্যে।

আমরা সেই শ্রেণী, আর আমাদের এমনই হওয়া উচিত কেননা আমরা মসীহে মাওউদ কে মেনেছি, যারা জাগতিক পরীক্ষা এবং বিরোধীদের শত্রুতার কারণে ধৈর্যের বাঁধন ছিন্ন হতে দেয় না এবং ঈমানকেও আমরা নষ্ট হতে দিই না। আমরা এ বিষয়ের অন্তর্দৃষ্টি রাখি যে, এ দুঃখের সুরাহা এবং চিকিৎসা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে। দু:খ এবং কষ্টের সময় এই দুনিয়ার মানুষের সামনে নয় বরং সর্বশক্তির আধার এ পৃথিবীর অধিপতি খোদার সামনেই আমাদের নতজানু হতে হবে এবং তাঁর কাছেই আমাদের চাইতে হবে। তিনিই আমাদেরকে আমাদের ধৈর্য এবং দোয়ার কল্যাণে এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিবেন। ইনশাআল্লাহ। তাঁর কাছে যারা বিশুদ্ধ চিত্তে নতশির হয় তিনি কখনো তাদেরকে খালি হাতে ফেরান না। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের কল্যাণার্থে ত্যাগ স্বীকার করে অবশ্যই তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। আমরা রসুলে করীম (সা.) এর এই উক্তি মান্যকারী এবং এই উক্তির অন্তর্দৃষ্টি রাখি যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন যে, মোমেনের বিষয় বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয় আশিস সম্বলিত। আর এই সম্মান এবং মর্যাদা শুধু মোমেনেরই। যদি কোন সুখকর অভিজ্ঞতার সে সম্মুখীন হয়, এর জন্য সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আলহামদুলিল্লাহ পড়ে। 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' মুখে এই বাক্য নিয়ে তাঁর দরবারে সেজদাবনত হয়। আর এ বিষয়টি তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। কোন কষ্টের যদি সে সম্মুখীন হয়, সে ধৈর্য ধরে। আর এটিও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রিকাইক)

খোদা তা'লার পথে বড় কষ্ট পাওয়া এবং এ কারণে ধৈর্য ধারণ করা এবং দোয়া করা বান্দাকে কল্যানের ভাগী তো করে-ই, অধিকন্তু খোদা সেই সত্ত্বা যিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ দুঃখ-কষ্ট মানুষ যার সম্মুখীন হয়, তার জন্যও স্বীয় দানে ভুষিত করেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে রসুলে করিম সা. একবার বলেছেন যে, একজন মুসলমান যে সমস্ত ক্লান্তি, রোগ-ব্যাধি, ব্যাকুলতা, দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হয়, এমনকি তার পায়ে যদি কোন কাটাও ফোঁটে, এর কল্যাণে খোদা তার কিছু ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মারাযা)

তিনিই হলেন আমাদের দয়ালু এবং কৃপালু খোদা যিনি একজন মোমেনকে ছোট ছোট কারণেও স্বীয় দানে ভুষিত করেন। একজন ধৈর্যশীল এবং খোদার দরবারে বিনত ব্যক্তির জন্য তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অশেষ শুভ সংবাদ রয়েছে।

অন্য এক স্থানে রসুলে করীম (সা.) ধৈর্য এবং দোয়ার গুরুত্ব আর এর বিনিময়ে খোদার আচরণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, খোদার পথে ঝরে পড়া প্রতিটি রক্তবিন্দু এবং রাতের বেলা নফল পড়ার সময় খোদা-ভীতির কারণে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রু বিন্দুর চেয়ে বেশি প্রিয় তাঁর নিকট কোন বস্তু নাই। আর দুঃখের সেই চুমুকের থেকে অন্য কোন চুমুক আল্লাহ্‌র কাছে বেশি প্রিয় নয় যা ধৈর্য সহকারে মানুষ পান করে অর্থাৎ সমস্যার সময় মানুষ যে দুঃখের সম্মুখীন হয় এবং তখন সে যে ধৈর্য ধরে তা খোদার কাছে বড়ই প্রিয়। অনুরূপভাবে ক্রোধের চুমুক পান করার চেয়ে অন্য কোন চুমুক বেশি প্রিয় নয় অর্থাৎ ক্রোধ সংবরন করা খোদার কাছে পছন্দনীয়। (ইবনে আবু শিবা) অনেক সময় এমন মুহূর্ত আসে, মানুষ ধৈর্য ধরে, শুধু আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ধৈর্য ধরে, এর মাধ্যমে সে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে থাকে।

অতএব ব্যক্তিগত বিষয় হোক যার ফলে কারো ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে বা জামাতীয় বিষয়, যদি খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়, খোদার স্নেহভাজন হতে হয়, তাহলে রসুলে করিম সা. এই নীতি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হওয়া আর ধৈর্য প্রদর্শন করা মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন করে । একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বড়ই আত্মাভিমান রাখেন। যে তার ক্ষতি করে বা কষ্ট দেয় তিনি তাকে পাকড়াও করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুর রিকাক)

অতএব যে বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা নিজের হাতে নিয়ে নেন, বান্দার সে বিষয় নিজের হাতে নেওয়ার প্রয়োজন কী? আল্লাহ্‌র সামনে যারা সেজদাবনত হয়, ধৈর্য ধরে তাদের শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেন-কেবল এখানেই শেষ নয় বরং একবার তো মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, কোন বান্দার প্রতি যখন অন্যায় বা জুলুম করা হয় আর সে বান্দা যদি ধৈর্য ধরে, তাহলে খোদা তা'লা তাকে সম্মানিত করেন। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ) আর যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্মানিত করেন, সেই বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় সম্মানের আর কী হতে পারে?

আজকাল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের উপর বিভিন্ন দেশে যে কাঠিন্য, কষ্টকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এর জন্য আমাদের কর্তব্য হল ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে তার সামনে সেজদাবনত হওয়া। কাফেরদের দলের নেতাদের পাকড়াও করে তাদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের ষড়যন্ত্র এবং অপকৌশল থেকে রক্ষার সবচেয়ে বেশি শক্তি তাঁর হাতেই রয়েছে আর জামাতের ইতিহাসে আমরা এটি দেখে এসেছি যে, শত্রু তাদের সকল শক্তি আর উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। আর জামাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

সমস্যা এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে যেখানে মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীদেরকে অতিবাহিত হতে হয়েছে আর এগুলো অতিক্রম করেই তাদের সাফল্য এসেছে, সেখানে আমাদের কি-ই বা যোগ্যতা রয়েছে যে, কোন কষ্ট না দেখেই সাফল্য অর্জন করব? রসুলে করীম (সা.) এর এই কষ্টদায়ক যুগের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন:

" তের বছর খুব সামান্য সময় নয়। এই সময়ের ভিতর তিনি (সা.) যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তা বর্ণনা করা সহজ বিষয় নয়। তাঁর স্বজাতি কষ্ট আর যাতনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রাখে নি। অপর দিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধৈর্য এবং অবিচলতার নির্দেশ। (একদিকে জাতি যাতনার উপর যাতনা দিয়ে চলেছে, অপর দিকে খোদার নির্দেশ হলো, ধৈর্য্য ধর আর অবিচল থাকো।) আর বারবার এ নির্দেশ দেওয়া হতো, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণ ধৈর্য ধরেছেন, তুমিও সেভাবেই ধৈর্য ধরো। মহানবী সা. পরম ধৈর্য্যের সাথে এসব কষ্ট ও যাতনা সহ্য করতেন। আর তবলীগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অলস হতেন না বরং সর্বদা আগুয়ান হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, মহানবী (সা.) এর ধৈর্য পুর্ববর্তী নবীদের মত ছিল না, কেননা পূর্ববর্তী নবীরা এসেছিলেন এক একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য। তাই তাদের কষ্ট, দুঃখ আর তাদের মর্মযাতনাও সেই অনুপাতে সীমিত ছিল কিন্তু পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) এর ধৈর্য ছিল অতিব মহান। কেননা সর্বপ্রথম তাঁর স্বজাতি বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হয় এবং যাতনা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। খ্রিষ্টানরাও শত্রুতে পরিণত হয়।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৮-১৯৯)

অতএব আমরা তাঁর হাতে বয়াত করেছি যিনি মহানবী (সা.) এর দাসত্বে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য এসেছেন, আর সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এবং মুসলমানদের এই যে দলাদলি রয়েছে, এসবের অবসান ঘটিয়ে এক হাতে তাদেরকে সমবেত করে ঐক্যবদ্ধ উম্মত গঠনের জন্য যিনি এসেছেন। আমাদেরকেও আপন-পর সবার বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অমুসলিমরা সেভাবে প্রকাশ্য বিরোধিতা করে না, যেভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদেরকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বরং এরা যারা অমুসলিম তারা বিরোধিতা করলেও খুব ধূর্ততার সাথে আর সুপরিকল্পিতভাবে বিরোধিতা করে। আক্রমণের এমন পন্থা বা রীতি অবলম্বন করে যার ফলে তাদের জন্য এটি বলা সম্ভব হয় যে, আমরা কোন জুলুম বা অন্যায় করিনি। কিন্তু এরা বিরেধিতা অবশ্যই করে চলেছে। এদের কথার উত্তর দিতে হবে অনুরূপ পন্থায়। তাই হযরত মসীহ মাওউদ আ. বলেন যে, যে অস্ত্র ইসলাম বিরোধীরা

ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যবহার করছে, আমাদেরকেও তা-ই ব্যবহার করতে হবে, আর তা হলো বই পুস্তক এবং তবলীগের অস্ত্র।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩থেকে সংকলিত)

অমুসলিম বিশ্বে যখন ইসলামের বিস্তার আরম্ভ হবে, তখন অমুসলিম দেশগুলোও আমাদের জামাতের বিরোধীতা করবে। যখন তারা দেখবে যে, এখানকার স্থানীয়রা ইসলাম গ্রহণ করছে বরং কোন কোন স্থানে এমন ঘটনাও ঘটছে। প্রথম দিকে কোন কোন গীর্জা স্বানন্দে আমাদেরকে অনুষ্ঠান করার জন্য জায়গা দিয়েছে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, এ দিকে মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে তখন বিরোধীতা শুরু করে আর তারা জায়গা দিতে অস্বীকার করে। তারা বুঝতে পারছে যে, এই ইসলাম যা প্রকৃত ইসলাম, জামাতে আহমদীয়া ইসলামের যে তবলীগ করে এবং প্রচার করে, এই ইসলাম এক সময় জয়যুক্ত হবে। আর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে এই প্রকৃত ইসলামের বিস্তার লাভ অবধারিত। অতএব এখন মুসলমনাদের মোল্লা তাদের মেম্বার হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে বিরোধিতায় সবার থেকে এগিয়ে রয়েছে। তারা সেভাবেই জুলুম এবং অত্যাচার করছে যেভাবে অতীতে ধর্মের উপর অত্যাচার করা হতো। মোল্লার অনুগামী ভোটার তাদের হাত থেকে বেরিয়ে না যায়-রাজনীতিবিদরাও এই আশঙ্কায় এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তাদের অন্ধ অনুকরন করেন। নতুবা এরা তো ধর্মের 'ক' 'খ' ও জানে না। এদের সংখ্যাগরিষ্ট শ্রেণী হয়তো নামাযই পড়ে না। জুমায় হয়তো আসে। কিন্তু ইসলামের আত্মাভিমানের নামে আহমদীদের উপর আক্রমণ তারা অবশ্যই করে। বা বিভিন্ন সংসদে আইন পাশ করানোর চেষ্টা অবশ্যই করে।

পাকিস্তানে ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে আজকাল সংসদে পাকিস্তানি মোল্লার প্রভাবে সেখানের মোল্লা এবং রাজনীতিবিদরা আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার জন্য রেজুলেশন পেশ করছে বা করেছে। যাইহোক এর যা করতে চায় করুক। পাকিস্তানের সংসদ আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে কী পেয়েছে? আর জামাতের উন্নতি থেমে গেছে কি? আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দিন দিন বিস্তৃতি এবং ব্যপকতার নতুন দিগন্ত স্পর্শ করছে, কিন্তু জামাতের সদস্যদের এটি স্মরণ রাখা উচিত, ধৈর্যের সাথে খোদার সাহায্যের জন্য দোয়া করা এবং তার সামনে সেজদাবনত হওয়া, নিজেদের নামায এবং ইবাদাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, ইবাদাতের সুরক্ষা করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। আর এটিই আমাদেরকে খোদার বর্ধিত কৃপারাজির উত্তরাধিকারে পরিণত করবে ।

পূর্বেও গত খুতবাগুলোতে কয়েকবার আমি যেভাবে বলেছি, আলজেরিয়ায়ও বিরোধিতা হয়েছে। আহমদীয়াতের কারণে অনেকে এখন কারাগারের জীবন যাপন করছেন। তাদেরকে তিন বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েক ডজন আহমদীর বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এখনও জেলে পাঠায় নি, কিন্তু যেকোন সময় তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তাদের উপর, শুধু এই কারণে, সেখানেও আহমদীয়াতের উন্নতি মোল্লাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। আর এটি তাদের সহ্য হচ্ছে না।

অনুরূপভাবে, বাংলাদেশেও বিরোধিতার ধারা অব্যহত। ইন্দেনেশিয়াতে বিরোধিতা হয়, আরব বিশ্বেও বিরোধিতা হয়, কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সোহাগী নামক গ্রামে আমাদের মসজিদে মৌলভীরা হামলা করে মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে ছুরি এবং খঞ্জরের আঘাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। এত ভয়াবহ ছুরিকাঘাত করে যে, তার গোটা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। পেটের এমন স্থানে ছুরি চালিয়েছে যে একটি কিডনি বেরিয়ে এসেছে, তাঁর ঘাড়ে আঘাত করা হয়েছে, জীবন শিরা রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছিলেন যে শরীরের সকল স্থান থেকে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। যাহোক, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তারা এসে আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জামা'তের সদস্যরা পৌঁছে যায়, খোদ্দামও তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যায়, যারা রক্ত দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। চিকিৎসা সাহায্য পৌঁছে যায়, হাসপাতাল পৌঁছে যান তিনি, যেখানে ভালো ডাক্তাররা ছিলেন। ভালো চিকিৎসা হতে থাকে, বেশ কয়েক ঘন্টার অপারেশন হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল কিন্তু এখনও বিপদমুক্ত নয়। যদিও তার কিছুটা চেতনা ফিরে এসেছে কিন্তু চেতনা ফিরে আসার পর কথা বলা সম্ভব ছিল না। কাগজ কলম নিয়ে লিখে তিনি তার কথা জানিয়েছেন। এত তীব্র কষ্টের মধ্যে থাকা সত্বেও, অন্যদের জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। মু'মিনের মহিমা এটিই। তিনি লিখেছেন যে, অমুক মুরব্বীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিন। কেননা, তার জীবনও হুমকির সম্মুখীন বা পিতামাতার সম্পর্কে তিনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্থ-সবল দীর্ঘ জীবন এবং দ্রুত আরোগ্য দান করুন।

যাহোক এ সব বিরোধিতা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পূর্বেই অবহিত করেছেন যে, আহমদীয়াত যদি গ্রহণ করে থাক, তাহলে এ সব কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেই হবে। এক স্থানে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমাদের জামা'তের জন্যও এমন সমস্যাবলী রয়েছে, যেভাবে রসূলে করীম (সা.)-এর সময় মুসলমানরা জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। নতুন এবং সর্ব প্রথম সমস্যা হল, যখনই কোন ব্যক্তি এ জামা'তে প্রবেশ করে, তখনই তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠি তাকে পরিত্যাগ করে। এমন কি অনেক সময়, পিতামাতা এবং ভাইবোনও শত্রু হয়ে যায়। আস্সালামু আলাইকুম বলাও পছন্দ করে না, জানাযা পড়তে চায় না, এমন অনেক সমস্যা দেখা দেয়। আমি জানি অনেক দুর্বল প্রকৃতির মানুষও থেকে থাকে। এমন সমস্যার মুখে তারা ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু স্মরণ রেখো! এমন বিপদাপদ এবং সমস্যাবলী আসা আবশ্যক। তোমরা নবী ও রসূলদের বিপরীতে কোন ছার! এমন সমস্যা, এমন বিপদাপদ তাদের জীবনেও এসেছে। আর এ সব এ জন্য আসে, যেন খোদার সত্তায় ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে এবং পবিত্র পরিবর্তনের সুযোগ আসে, দোয়া রত থাক। অতএব, নবী এবং রসূলদের অনুসরণ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। আর ধৈর্য্যের পথ অবলম্বন করায় তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। সত্য গ্রহণের কারণে যে তোমাকে ত্যাগ করে সে সত্যিকার বন্ধু নয়। (তার কারণে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। কেননা, তারা তোমাদের সত্যিকার বন্ধু নয়।) নতুবা তার উচিত ছিল তোমাদের সঙ্গ দেওয়া। তোমাদের উচিত এমন মানুষদের অবর্তমানে তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত না হওয়া যারা এ কারণে তোমাদের পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের নিঃসঙ্গ বা অসহায় ছেড়ে দেয় যে, তোমরা খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তভূক্ত হয়েছো। (এটিই আমাদের আচরণ। অন্যরা শত্রুতা পোষণ করছে, তাদের অবর্তমানে অজ্ঞাতে তাদের জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে।) দোয়া কর আল্লাহ্ যেন তাদেরকে সেই অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, যা নিজ অনুগ্রহে তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা তোমাদের নিজেদের পবিত্র জীবনার্দশ এবং উন্নত আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ কর যে, তোমরা ভালো পথ অবলম্বন করেছ।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৩) আহমদীয়াত গ্রহণ করে তোমরা কোন অপরাধ বা পাপ কর নি এবং কোন নোংরামীতে লিপ্ত হও নি। বরং তোমরা একটি ভালো রাস্তা অবলম্বন করেছ।

এই হল সেই প্রতিক্রিয়া, যা এ সব আক্রমণের পর আমাদেরকে প্রদর্শন করতে হবে এবং করা উচিত। নিঃসন্দেহে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি, দোয়াও করি এদের সংশোধনের জন্য। কিন্তু একই সাথে যে বা যারা অপরাধী, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও আমরা গ্রহণ করি এবং করব। এটিও খোদার নির্দেশ। কিন্তু কখনো ধৈর্যের আশ্রয় ছেড়ে দেওয়া যায় না আর ছাড়বোও না, ছাড়া উচিতও না। আর সকল সমস্যা এবং বিপদের মুখে খোদার সামনে আমরা বিনত হই এবং তাঁর সামনেই আমরা বিনত হব। ইনশাআল্লাহ্।

কিন্তু অনেক সময় কোন কোন মানুষ সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ আসে যে, তারা এখানে বসবাস করছে, তারা সমস্যার তো সম্মুখীন নয়, এখানে তাদের তবলীগের সুযোগ রয়েছে। অনেক সময় তারা সরাসরি তবলীগ করতে গিয়ে অনেককে বা সোস্যাল মিডিয়াতে মৌলভীদের তবলীগ করতে গিয়ে বা কারো কারো সাথে মুনাযেরা বা বিতর্ক করতে গিয়ে এমন কঠোর ভাষা ব্যবহার করে, যা আহমদীদের জন্য শোভা পায় না। আর কোন কোন মানুষ আমাকে লিখেও থাকে যে, আহমদীদের মুখ থেকে এমন নোংরা গালি এবং এমন কথাবর্তা শুনে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই, যা বিরোধীদের জন্য, অ-আহমদী মৌলভীদের জন্য বা যার সাথে মুনাযেরা করে, তার বিরুদ্ধে বের হয়। এ কথাগুলো কোনক্রমেই একজন আহমদীর জন্য শোভা পায় না। এ কথা কতটা সত্য তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আমি নিজে তো দেখি নি, কিন্তু অনেকেই আমাকে লিখেছে যে, এমন কথপোকথনের সময় আহমদীদের তুলনায় অ-আহমদীদের ভাষা বেশি নমনীয় ও কোমল হয়ে থাকে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এমন আহমদীদেরকে আমি বলব, তাদের জন্য তবলীগ করা ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। এদের এ তবলীগ খোদার নৈকট্যের কারণ না হয়ে খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাবে। যেভাবে হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য্য পছন্দ করেন আর ক্রোধ সংবরণকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। আমাদের ঘোষণাই হল, রাগ তারা করে, যাদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। অতএব, আমাদের কাছে যদি যুক্তি-প্রমাণ থেকে থাকে তবে রাগ বা ক্রোধের কোন বৈধতা নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেন- "আমি তোমাদেরকে বারবার এই নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যেন সকল প্রকার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং হানাহানির পথ পরিহার কর। গালি শুনে ধৈর্য্য ধর। দুর্ব্যবহারের উত্তর দাও পুণ্যের মাধ্যমে কেউ

অশান্তি করতে উদ্যত হলে তোমার জন্য এমন স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় এবং উচিত বিনম্রতার সাথে উত্তর দেওয়া। বরং দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি প্রবল উষ্মার সাথে বিরোধিতা করে এবং বিরোধিতা করতে গিয়ে সেই পন্থা অবলম্বন করে যা অপরজনকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। কিন্তু অপর দিক থেকে সে যদি বিনম্রতাপূর্ণ উত্তর শুনে আর তার গালির যদি উত্তর না দেওয়া হয়, তবে সে নিজেই লজ্জিত হয়। (অতএব, এই হল আমাদের জন্য শিক্ষা যে, গালি শুনেও কোমলতার সাথে উত্তর দিতে হবে।) তিনি বলেন, সে নিজেই লজ্জিত হয় এবং নিজের আচরণে তার অনুশোচনা হয়। (অনেক সময় এমন হয়েছে যে, বিরোধী লজ্জিত হয়েছে, যার প্রকৃতি ছিল নেক।) অতএব, আমি তোমাদেরকে বলব যে, কখনো ধৈর্য্য হারা হবে না। ধৈর্য্যের অস্ত্র এমন যে, কামান দ্বারা সেই কাজ সাধিত হয় না যা ধৈর্য্যের মাধ্যমে হয়। ধৈর্য্যই হৃদয় জয় করে। নিশ্চিত ভাবে স্মরণ রেখো! আমি যারপরনায় মর্মাহত হই, যখন আমি শুনি যে, অমুক ব্যক্তি এ জামা'তভূক্ত হয়ে কারো সাথে ঝগড়া করেছে। আমি এ রীতি কোন ভাবেই পছন্দ করি না আর খোদা তা'লাও চান না যে, যে জামা'ত পৃথিবীতে এক আদর্শ স্থানীয় জামা'ত হবে, সেই জামা'ত এমন পন্থা অবলম্বন করবে, যা তাকওয়া সম্মত নয়। বরং আমি তোমাদেরকে এটিও বলতে চাই যে, খোদা তা'লা এ বিষয়ের জন্য এতটা আত্মাভিমান রাখেন যে, কোন ব্যক্তি যদি জামা'তভূক্ত হয়ে ধৈর্য্য প্রদর্শন না করে, তাহলে তার স্মরণ রাখা উচিত যে, সে এ জামা'তভূক্ত নয়। চরম উত্তেজনা এবং রাগের কারণ এটি হতে পারে যে, (কেউ যদি খুব ক্ষ্যাপায় যে কারণে রাগ এবং ক্ষোভ দেখা দিতে পারে) আমাকে নোংরা গালি দেওয়া হচ্ছে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমি বলব যে, এ বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও। এর সিদ্ধান্ত করা তোমাদের কর্ম নয়, আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। এ সব গালি শুনে ধৈর্য্য ধারণ কর, সহ্য কর। তোমরা কি জান যে, এদের পক্ষ থেকে কত গালি আমাকে শুনতে হয়। প্রায়শঃ নোংরা গালিতে পূর্ণ পত্র আসে। খোলা কার্ডে গালি লিখে পাঠানো হয়। বেয়ারিং পত্র আসে যার মাশুল আদায় করে পত্র নিতে হয়। এরপর যখন পড়ি, তখন তা গালিতে পরিপূর্ণ থাকে। এমন নোংরা এবং অশ্লীল গালি দেওয়া হয় যে, আমি নিশ্চিত কোন পয়গাম্বর বা নবীকে এমন গালি দেওয়া হয় নি। আমি বিশ্বাস করি না যে, আবু জেহেলের মধ্যেও এমন গালি দেওয়ার অভ্যাস ছিল। কিন্তু এ সব কিছু শুনতে হয়। আমি যেখানে ধৈর্য্য ধারণ করছি, সেখানে তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে ধৈর্য্য ধারণ করা। কান্ড বৃক্ষের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় না। দেখো না, এরা কত দিন গালি দিতে পারে। অবশেষে এরাই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যাবে। তাদের গালি, তাদের দুষ্কর্ম ও ষড়যন্ত্র কোন ভাবেই আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারে না। আমি যদি খোদার পক্ষ থেকে না হতাম তবে নিঃসন্দেহে তাদের গালি শুনে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে, খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, তাই আমি কি এমন তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব! এটি মোটেই সম্ভব নয়। তোমরা নিজেরা চিন্তা করে দেখ যে, তাদের গালি কার ক্ষতি করছে? আমার না তাদের? তাদের জামা'ত ছোট হয়েছে এবং আমার জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গালিগালাজ যদি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে দেখ! (যে যুগে তিনি এ কথা লিখছিলেন তখনকার কথা এটি।) দুই লাখের অধিক সদস্যের জামাত কিভাবে তৈরী হয়ে গেল? (আজকে এ সব গালি সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২০৯ টি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।) তিনি বলেন- "এরা তাদেরই মধ্যে থেকে এসেছে, নাকি অন্য কোন স্থান থেকে? (যারা গালি দিচ্ছিল, তাদের মধ্য থেকেই এরা এসেছে এবং জামা'তভূক্ত হয়েছে।) তারাই আমার বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দিয়েছিল। (কিন্তু সেই কুফরের ফতোয়ার কী প্রভাব পড়েছে? জামা'তের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, জামা'ত বড় হয়েছে।) এই জামা'ত যদি কোন মানবীয় পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত হতো তবে এ ফতোয়ারও ফলাফল প্রকাশ পেত। (এ জামা'ত গঠনের পিছনে যদি আমার ব্যক্তিগত ষড়যন্ত্র থাকত, তবে এ সব ফতোয়ার প্রভাব পড়ত। কিন্তু পড়ে নি।) এ সব কুফরের ফতোয়া আমার বিরুদ্ধে অনেক বড় অন্তরায় সাব্যস্ত হতো কিন্তু যে বিষয় খোদার পক্ষ থেকে সেটিকে পদদলিত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হয়, যারা বুঝে তারা এটি দেখে আক্ষেপই করবে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি যে, যারা আমার বিরোধিতা করে তারা প্রবল বেগে ধাবিত এক বিশাল নদীর সামনে নিজেদের হাত রেখে তার গতিরোধ করতে চায়। কিন্তু ফলাফল স্পষ্ট। এর গতিরোধ করা সম্ভব নয়। এরা এ সব গালিগালাজের মাধ্যমে আমাদের অগ্রগতি থামাতে চায়। কিন্তু এটি কখনো হবে না। গালি দেওয়া কি কোন ভদ্র মানুষের কাজ? এ সব মুসলমানের জন্য আমার আক্ষেপ হয়। কেমন মুসলমান এরা যে এমন ধৃষ্টতার সাথে মুখ খুলে! আমি আল্লাহ্‌ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, এমন নোংরা গালি আমি কোন মেথর বা চামারের মুখেও শুনি নি, যা এ সব মুসলমান হওয়ার দাবিদারদের পক্ষ থেকে শুনেছি। এর মাধ্যমে এরা নিজেদের চরিত্রকেই তুলে ধরে। আর এরা স্বীকার করে যে, তারা দুরাচারী, পাপাচারী আর লম্পট। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের চোখ খুলে দিন, তাদের প্রতি করুণা করুন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৫)

অতএব, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে যে, সোস্যাল মিডিয়াতে কিছু আহমদী উত্তেজিত হয়ে অনুচিত পন্থায় বা কঠোর ভাষায় উত্তর দেয়, তাহলে এরা ভুল করে। আর এভাবে তারা একটি পাপ করছে না বরং আমরা আরেকটি পাপ করছি। আর তা হল নতুন প্রজন্মকে আহমদীয়াত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। যুবক শ্রেণির মাঝে হয়তো এ ধারণা জন্ম নিবে যে, আমাদের কাছে হয়তো যুক্তি-প্রমাণ নেই তাই আমরা কঠোর পন্থা অবলম্বন করছি। যদিও একথা সত্য নয়। অতএব, এমন লোকদের তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের আচরণের সংশোধন করতে হবে।

আমি যেভাবে বলেছিলাম যে, গালির উত্তরে গালি দেওয়ার অর্থই হল, আমাদের কাছে প্রমাণ নেই, যুক্তি নেই। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বারংবার বিভিন্ন ভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন যে, ধৈর্য্যের আঁচল আমাদেরকে শক্তভাবে ধরে রাখতে হবে। এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। এসব কথা বার বার তুলে ধরছি এ জন্য যেন হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন-

"আমাকে এরা গালি দেয় কিন্তু আমি এদের গালিগালাজের ভ্রুক্ষেপ করি না আর এদের জন্য আক্ষেপও করি না। কেননা, এরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যদুস্ত হয়েছে আর নিজেদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা গালি দেওয়া ছাড়া এরা গোপন করতে পারে না। (তাদের কাছে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই, এরা অক্ষম। যুক্তি-প্রমাণ না থাকার কারণে এরা গালি দেয়) এরা কুফরের ফতোয়া দিয়েছে, মিথ্যা মামলা করেছে এবং বিভিন্ন প্রকার অপবাদ আরোপ করেছে। নিজেদের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে এরা আমার মোকাবেলা করুক আর দেখুক যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার পক্ষে হয়? আমি তাদের গালমন্দ নিয়েই যদি বসে যাই, তাহলে খোদা তা'লা আমার উপর যে মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা ব্যহত হবে। তাই যেখানে আমি তাদের গালমন্দের ভ্রুক্ষেপ করি না, সেখানে আমি জামা'তকেও নসীহত করব যে, তাদের জন্য উচিত হবে গালি শুনে সহ্য করা এবং গালির উত্তরে তারা যেন মোটেই উত্তর না দেয়। কেননা, এভাবে কল্যাণরাজি এবং বরকত হারিয়ে যায়। ধৈর্য্য এবং সহ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত, উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। স্মরণ রেখো যে, বিবেক-বুদ্ধি এবং উত্তেজনার মধ্যে চরম শত্রুতা রয়েছে। যখন রাগ হয়, তখন যুক্তি ও প্রমাণ সেখানে থাকে না। কিন্তু কেউ যদি ধৈর্য্য ধরে এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে এক জ্যোতিঃ প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে চিন্তা ও যুক্তিশীলতার মাঝে নতুন আলো সৃষ্টি হয় এবং আলো থেকে আলোর জন্ম হয়। রাগ ও ক্রোধের অবস্থায় অন্তরাত্মা যেহেতু তমশাচ্ছন্ন থাকে তাই অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮০)

অতএব, যদি বিবেক-বুদ্ধি প্রখর করতে হয়, অন্তরাত্মা বা মন-মস্তিষ্ককে যদি আলোকিত করতে হয়, তবে ক্রোধকে আমাদের সংবরণ করতে হবে। আর তবেই খোদার কৃপারাজির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতি কোন রাগ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের ফলে হচ্ছে না। আজ বিশ্বব্যাপী যে উন্নতি হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) কে বিজয় দান করবেন। অতএব, আমরা যে তবলীগের কাজ করি সেখানে খোদা তা'লা যেহেতু বিজয় দিয়ে থাকেন, তিনিই তাতে বকরত দিবেন। তাহলে এমন ক্ষেত্রে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

আমাদেরকে সব সময় হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর এ কথা সামনে রেখে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। যেখানে তিনি বলেছেন- "দুনিয়ার মানুষ উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করে, বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করে কিন্তু খোদা তা'লা এমনটি করতে বাধ্য নন। তিনি উপকরণের মুখাপেক্ষী হবেন এটি আবশ্যক নয়। তিনি চাইলে প্রিয়দের জন্য উপকরণ ছাড়াই কাজ করে দেন, কোন সময় উপকরণ ভিত্তিতে কার্য সাধন করেন। আর কোন সময় সব উপকরণকে তিনি ধ্বংস করেন। নিজেদের আমল ও কর্মকে নিষ্কলুষ কর আর সব সময় খোদাকে স্মরণ রাখ। ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে না, যেভাবে পলায়নপর শিকার যদি বিন্দুমাত্র আলস্য প্রদর্শন করে, তাহলে শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে, খোদাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে সে শয়তানের শিকার হয়। (অতএব এই উপমাটি স্মরণ রেখ যে , যেভাবে শিকার শিকারীর ভয়ে ছুটে চলে এবং সামান্য শিথিলতা প্রদর্শন করলেই শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে, মানুষ যদি ইবাদত ও দোয়া করার ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করে, খোদার কাছে সাহায্য চাওয়ার

এরপর এগারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া ইসলামের শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়।

মহানবী (সা.)-এর জীবন পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক সম্পর্কের গণ্ডি পর্যন্ত আগা গোড়াই কুরআনী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি খোদার এ নির্দেশ পাঠ করে এবং অনেক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখে ঠিকই, কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক জীবনে এটিকে উপেক্ষা করা হয়। অতএব, প্রকৃত সাফল্য তখন অর্জিত হতে পারে যখন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আদর্শ সামনে রাখব। অনেক সময় মানুষ বড় বড় বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে কিন্তু বাহ্যত গৌণ বিষয়গুলিকে এমন ভাবে উপেক্ষা করা হয়, যেন সেগুলোর কোন গুরুত্বই নেই।

অতএব, আমাদের জীবনকে আমরা যদি শান্তির নীড়ে পরিণত করতে চাই, যদি খোদার কৃপা ভাজন হতে চাই, তাহলে এ সব নৈতিক আদর্শকে জীবনের অংশ করতে হবে, যা আমাদের নেতা ও মান্যবর হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এখন আমি এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় পুরুষদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পর্কে কিছু বলব। পরিবারের প্রধান হিসেবে যেখানে পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে, সেখানে একজন স্বামী, পিতা এবং সন্তান হিসেবেও পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে । প্রতিটি পুরুষ যদি নিজের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, তবে এটি সমাজের বৃহত্তর শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে যায়। এ বিষয়গুলোই সন্তানের তরবিয়তের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং শান্তি এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বংশকে বিস্তার দান করে। এ সব বিষয়ের মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার পরও যদি অজ্ঞদের মতই জীবন যাপন করতে হয়, সে সব মুসলমানের মত জীবন কাটাতে হয়, যারা ধর্মের কোন জ্ঞানই রাখে না, স্ত্রী-সন্তানের সাথে যদি তেমনই ব্যবহার করে, যেমনটি অজ্ঞরা করে থাকে, তাহলে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের অঙ্গীকার করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার কোন অর্থ নেই।

অতএব, ঘরকে যদি শান্তিপূর্ণ করতে হয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের যদি সুশিক্ষা দিতে হয় এবং তাদেরকে যদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হয়, তাহলে পুরুষদের নিজেদের অবস্থার প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিতে হবে।

পাকিস্তান ও ভারত থেকে মহিলারা স্বামীদের যুলুম সংক্রান্ত অভিযোগ লিখে পাঠিয়ে থাকে। কাদিয়ান এবং পাকিস্তান উভয় স্থানেই ইসলাহ ও এরশাদ এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলোর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তরবিয়ত বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানমালার প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তবলীগ করছেন, ধর্মীয় বিষয়াদি শিখছেন, কিন্তু পরিবারে যদি অশান্তি বিরাজ করে, তবে এ সব জ্ঞান এবং তবলীগের কোন লাভ নেই।

তরবিয়তের ক্ষেত্রে মায়ের তরবিয়ত এবং সুশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু এর কারণে পুরুষ নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। পিতাদেরকেও বাচ্চার তরবিয়ত এবং সুশিক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইসলাম যেখানে পিতাকে আদেশ দেয় যে, সন্তানদের তরবিয়ত এবং সুশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হও, তাদের জন্য দোয়া কর, সেখানে সন্তানদেরও নির্দেশ দেয় যে, তোমাদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। যখন সাবালক হও পিতা-মাতারও কিছু প্রাপ্য আছে। সেই প্রাপ্য তাদেরকে দিতে হবে। আত্মীয়তার পারস্পরিক অধিকারের শৃঙ্খলগুলিই পরস্পর মিলিত হয়ে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলে।

যাইহোক, একজন পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকায় যে দায়িত্বাবলী বর্তায় সেগুলো পালনের চেষ্টা করা উচিত। পরিবারকে এমন এক নমুনা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ সব সময় বজায় থাকে। একজন পুরুষের একাধিক ভূমিকা আছে, সে যেমন একজন স্বামী আবার পিতা ও পুত্রও বটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। পুরুষের আরও অন্যান্য ভূমিকা রয়েছে, আমি শুধু তিনটির কথা উল্লেখ করলাম।

কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী ও আদর্শের আলোকে পুরুষদের প্রতি অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশাবলী।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ১৯ শে মে , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১৯ শে হিজরত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া ইসলামের শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। আমাদের প্রত্যেকেই যদি সেই দিক নির্দেশনা মেনে চলে, তবে এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। আজকে অমুসলিম বিশ্ব ইসলাম এবং মুসলমানদের আমল বা কর্ম সম্পর্কে আপত্তি করে, কিন্তু যদি ইসলামী শিক্ষাকে সঠিকভাবে মেনে চলা হত তবে আপত্তি করার পরিবর্তে এরা মুসলমানদের ব্যবহারিক আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের অনুরাগী হয়ে উঠত। কুরআন শরীফে এমন অনেক আদেশ ও নিষেধ রয়েছে, শিক্ষা রয়েছে কিন্তু এ সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার এক জায়গায়, এক বাক্যে এভাবে একত্র করেছেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (আল আহযাব:২২)অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর মহানবী (সা.)-এর জীবন পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক সম্পর্কের গণ্ডি পর্যন্ত আগা গোড়াই কুরআনী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত

মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি খোদার এ নির্দেশ পাঠ করে এবং অনেক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখে ঠিকই, কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক জীবনে এটিকে উপেক্ষা করা হয়। অতএব, প্রকৃত সাফল্য তখন অর্জিত হতে পারে যখন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আদর্শ সামনে রাখব। অনেক সময় মানুষ বড় বড় বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে কিন্তু বাহ্যত গৌণ বিষয়গুলিকে এমন ভাবে উপেক্ষা করা হয়, যেন সেগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। অথচ মহানবী (সা.) তাঁর উক্তি এবং কর্ম বা আমলে এ সব কথার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

অতএব, আমাদের জীবনকে আমরা যদি শান্তির নীড়ে পরিণত করতে চাই, যদি খোদার কৃপা ভাজন হতে চাই, তাহলে এ সব নৈতিক আদর্শকে জীবনের অংশ করতে হবে, যা আমাদের নেতা ও মান্যবর হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এখন আমি এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় পুরুষদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পর্কে কিছু বলব। পরিবারের প্রধান হিসেবে যেখানে পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে, সেখানে একজন স্বামী, পিতা এবং সন্তান হিসেবেও পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে । প্রতিটি পুরুষ যদি নিজের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, তবে এটি সমাজের বৃহত্তর শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে যায়। এ বিষয়গুলোই সন্তানের তরবিয়তের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং শান্তি এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বংশকে বিস্তার দান করে। এ সব বিষয়ের মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অনেক পরিবারের পক্ষ থেকে এই মর্মে অভিযোগ সামনে আসে যে, পুরুষ নিজেকে বাড়ির কর্তা মনে করে। সে মনে করে আমি গৃহকর্তা, তাই সব কর্তৃত্ব আমার। স্ত্রীরও সে সম্মান করে না, তার বৈধ অধিকারও দেয় না, সন্তানের তরবয়িত বা শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বও পালন করে না, নামসর্বস্ব কর্তা সে। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের কোন কোন মহিলার পক্ষ থেকে এমন অভিযোগও আসে যে, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, সারা শরীরে দাগ পড়ে গেছে। মুখ ফুলিয়ে দিয়েছে। অনেকে এ সব দেশে বসবাস করেও এমন কুকীর্তি করে বেড়ায়। আর এছাড়া সন্তান-সন্ততির সাথে এমন আচরণ করে, যা অত্যাচারের গণ্ডিতে পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার পরও যদি অজ্ঞদের মতই জীবন যাপন করতে হয়, সে সব মুসলমানের মত জীবন কাটাতে হয়, যারা ধর্মের কোন জ্ঞানই রাখে না, স্ত্রী-সন্তানের সাথে যদি তেমনই ব্যবহার করে, যেমনটি অজ্ঞরা করে থাকে, তাহলে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের অঙ্গীকার করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার কোন অর্থ নেই।

খোদার প্রাপ্য প্রদান এবং নিজের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পুরুষের উপর যে বর্তায় সে দায়িত্ব কি পুরুষ পালন করছে? যদি দায়িত্ব পালন করে থাকে,তাহলে তাদের ঘরে কখনো এভাবে যুলুম ও অত্যাচার হওয়া সম্ভবই নয়।

রসূলে করীম (সা.) পরিবারের কর্তা হিসেবে সর্ব প্রথম একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে স্ত্রী-সন্তানের কাছে স্পষ্ট করে একত্ববাদের উপর আমল করিয়েছেন। কিন্তু তা ছিল প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে । কোন বাহুবলে নয় বা শক্তি প্রয়োগ করে নয়। মহানবী (সা.) ঘরের কর্তা হিসেবে আর পৃথিবীর সংশোধন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও বাড়ির লোকদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন। প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘরের কর্তা বা প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি ছিল প্রথমে তিনি (সা.) এই সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের দায়িত্ব হল, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং খোদার ইবাদত। হযরত আয়শা (রা.) এ প্রেক্ষাপটে বলেন, রসূলে করীম (সা.) রাতে নফল এবং তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতেন আর ভোরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে পানির ছিটা দিয়ে আমাদেরকে নামায পড়তে অর্থাৎ খোদার অধিকার প্রদানের জন্য জাগাতেন। আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রাপ্য প্রদান কর, যা আল্লাহ্র প্রাপ্য বা অধিকার। (বুখারী, কিতাবুল বিতর)

এরপর পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্য অধিকার তিনি (সা.) কিভাবে প্রদান করতেন, তা দেখুন। যেকাজ করা স্ত্রীদের দায়িত্ব ছিল, সে ক্ষেত্রেও তিনি তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যতক্ষণ ঘরে থাকতেন, ঘরের লোকদের সাহায্য এবং সেবায় রত থাকতেন। নামাযের আহ্বান এলে তিনি মসজিদে চলে যেতেন।

(বুখারী, কিতাবুল আযান)

এটি হল, সেই উত্তম আদর্শ, যা আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে এবং করা উচিত। এমনটি না করে, স্ত্রীদের সাথে সেই ব্যবহার করা উচিত নয়, যা নিপীড়ন ও নির্যাতন বলে গণ্য হতে পারে।

তাঁর পারিবারিক কাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, জুতা সেলাই করতেন, ঘরের বালতি ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিস মেরামত করতেন। (উমদাতুল ক্বারী, শারাহ সহী বুখারী, কিতাবুল মোয়কিতুস সালাত)

অতএব, এ সব আদর্শ সামনে রেখে অনেক স্বামীর আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত আর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, তারা কি ঘরে এমন ব্যবহার করছে? ঘরে কি তাদের আচরণ এমনই?

সাহাবাদেরকে স্বামী হিসেবে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, (এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণীত হয়েছে।) রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, মু'মিনদের মাঝে পূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট ঈমান তার, যার চরিত্র ভালো। তোমাদের মাঝে সবচেয়ে চরিত্রবান সে, যে নিজের স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।

(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুর রিযা)

অতএব, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যার স্ত্রীদের সাথে আচরণ ভালো নয়, এমন মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, উন্নত চরিত্র এবং স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কেবল বাহ্যিকভাবে ভালো ব্যবহার নয়, বরং উন্নত ঈমানেরও পরিচায়ক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বামীর দায়িত্ব এবং স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের সকল প্রকার বক্রতা এবং তিক্ততা সহ্য করা উচিত। পুরুষ হয়ে মহিলার সাথে যুদ্ধ করা আমার কাছে চরম নির্লজ্জতার বিষয় মনে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন আর এটি আমাদের জন্য তিনি নেয়ামতের পূর্ণতা হিসেবে দিয়েছেন। আসলে এর জন্য কৃতজ্ঞতার ভাষা হল, মহিলাদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করা।

একবার এক বন্ধুর অনমনীয় স্বভাব ও দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, তিনি স্ত্রীর সাথে অনমনীয় আচরণ করেন। হুযূর (আ.) এ কথা শুনে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বন্ধুদের এমন হওয়া উচিত নয়। যিনি এটি লিখেছেন, তিনি বলেন, হুযূর (আ.) এরপর দীর্ঘ সময় যাবৎ মহিলাদের সাথে আচার-আচরণ এবং পারিবারিক জীবন যাপনের রীতি সম্পর্কে নসীহত করেন। শেষের দিকে বলেন, আমি একবার আমার স্ত্রীর সাথে উচ্চস্বরে কোন কথা বলেছি এবং আমি অনুভব করেছি যে, সেই উঁচু আওয়াজের সাথে মিশ্রিত ছিল হৃদয়ের কোন বেদনা বা অভিযোগ। তা সত্ত্বেও মুখ থেকে কোন মর্মপীড়াদায়ক কঠোর শব্দ বের করি নি। কিন্তু তবুও আমি এরপর অনেক ইস্তেগফার করা অব্যাহত রাখি, বিগলিত চিত্তে নফল পড়ি এবং কিছু সদকাও দিই এই কারণে যে স্ত্রীর সাথে এই কঠোরতা হয়তো অভ্যন্তরীণ কোন পাপেরই ফসল হবে।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১-২)

এই হল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম আদর্শ। আর কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে কঠোর ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে তিনি (আ.) গভীর বেদনা এবং দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন আর বলেছেন যে, যারা স্ত্রীদের সাথে সামান্য কারণে ঝগড়া-বিবাদ করে,মারধর করে, তাদের কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান খাটানো উচিত। হাত উঠানো তো সামান্য বিষয়, এরা তো স্ত্রীদের প্রহার করে আহত করে ফেলে। এদের বিষয়টি সত্যিই উদ্বেগজনক। মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এদের ঈমান অসম্পূর্ণ। নিজেদের ঈমান সম্পর্কে এদের ভেবে দেখা উচিত। মহানবী (সা.)-এর এই উক্তির কারণেই মসীহ্ মওউদ (আ.)ও চিন্তিত হন এই কারণে যে যার ঈমান সেই উন্নত মানে নেই, সে এমন অনেক স্থানে হোঁচোট খেতে পারে।

আমি যেভাবে বলেছি যে, এগুলো বাহ্যত সামান্য বিষয়, কিন্তু বস্তুত: তা সামান্য বা তুচ্ছ নয়। এ সব দেশে মামলা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় আর জামা'তের সুনাম হানি হয়। এমন মানুষ জাগতিক শাস্তিও পায় আর খোদার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধকেও আমন্ত্রণ জানায়।

কোন কোন পুরুষ দাবি করে যে, মহিলার মাঝে অমুক অমুক দোষ রয়েছে, এ কারণে কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষদের প্রথমে নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখা উচিত যে, তারা প্রকৃত অর্থেই ধর্মীয় মান অনুসারে জীবন যাপন করছে কি-না?এমন পুরুষদের নসীহত করেতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পুরুষ যদি পুণ্যবাণ এবং পাক-পবিত্র না হয়, তবে স্ত্রী কিভাবে পূণ্যবতী হতে পারে? (প্রথম শর্ত হল, পুরুষকে পূণ্যবান হতে হবে, তাহলে তার স্ত্রীও পুণ্যবতী হবে।) হ্যা! পুরুষ নিজেই যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে মহিলাও পুণ্যবতী হতে পারে। বক্তৃতার মাধ্যমে নসীহত করা উচিত নয়, বরং কর্ম ও আমলের মাধ্যমে নসীহত করলে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। শুধু কথার মাধ্যমে নসীহত করবে না, বকাঝকা করবে না বরং নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ কর যে, তোমরা পুণ্যবান আর তোমাদের প্রতিটি কর্ম যেন খোদার নির্দেশ সম্মত হয়। কর্ম বলে যে নসীহত করা হয় তার প্রভাব ভালো পড়ে। মহিলার কথা তো পরে আসবে, এমন কে আছে, যে শুধু বক্তৃতা শুনে কথা মানে, যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মশক্তি সাথে না থাকে। পুরুষের ভিতর যদি কোন বক্রতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি

থাকে, তবে তা সব সময় মহিলার দৃষ্টিতে থাকবে।"..... যে ব্যক্তি স্বয়ং খোদাকে ভয় করে না, মহিলা কিভাবে তাকে ভয় করবে? না এমন মৌলভীদের বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়ে না এমন স্বামীদের কথায়। সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারিক আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। স্বামী যখন রাতের বেলা উঠে দোয়া করবে, কাঁদবে মহিলা দু-একদিন দেখবে, অবশেষে একদিন সেও চিন্তা করবে আর অবশ্যই সে প্রভাবিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, মহিলাদের ভিতর প্রভাব গ্রহণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে..... তাদের সংশোধনের জন্য কোন মাদ্রসা বা স্কুলের প্রয়োজন নেই।" (কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। মহিলাদের সংশোধনের জন্য কোন মাদ্রাসা ও স্কুলের দরকার নেই) যতটা স্বামীর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। (সংশোধন যদি করতে হয়, তবে স্বামীর আত্মসংশোধন করা উচিত, ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত, তাহলে স্ত্রীদের সংশোধন হয়ে যাবে।) তিনি (আ.) বলেন- "আল্লাহ্ তা'লা নর-নারী উভয়কে এক সত্তা আখ্যায়িত করেছেন। পুরুষদের পক্ষ থেকে মহিলাদেরকে তাদের দোষ ধরার সুযোগ দেওয়া অন্যায়। তাদের মহিলাদেরকে এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, যার কারণে তারা হয়তো বলতে পারে যে, পুরুষ অমুক অপকর্ম করে। (কখনো এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যে, স্ত্রী বলবে যে, তোমার মাঝে এই দোষ আছে, তুমি এই পাপ কর। অতএব, মানুষকে এতটা পবিত্র হওয়া উচিত যে, মহিলারা যদি পাপ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্তও হয়ে গেলেও তারা যেন কোন পাপ খুঁজে না পায়। ঠিক তখনই ধার্মীকতার কথা মাথায় আসে।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৭-২০৮)

যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, অনুসন্ধান করেও পুরুষের ভিতর কোন পাপ খুঁজে না পায়, তাহলে এমন মহিলা ধার্মিক না হলেও ধর্মের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। এখানে আমি দেখেছি যে, মহিলারা বেশি ধার্মিক। মহিলারাই প্রায় সময় অভিযোগ করে যে, আমাদের স্বামীর ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে তাদের কাছে তিনি একদিকে এই প্রত্যাশা করছেন। অপর দিকে আমরা দেখি, অনেক পুরুষ এমন আছে, যেভাবে আমি বলেছি, তাদের সম্পর্কে তাদের স্ত্রীরা অভিযোগ লিখে পাঠায় যে, পুরুষ নামাযে অলস, বা-জামা'ত নামায তো পড়েই না, ঘরেও নামায পড়ে না। ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষরা দুর্বল। চাঁদার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবারের পুরুষরা দুর্বল, টেলিভিশনে আজেবাজে ও রুচি বহির্ভূত অনুষ্ঠান দেখা সংক্রান্ত অভিযোগ পুরুষদের বিরুদ্ধে রয়েছে বা সন্তান-সন্ততির তরবিয়তের ক্ষেত্রে মনোযোগের অভাবের অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো ঘরের কর্তা এবং পিতা সাজার চেষ্টা যদিও করে কিন্তু বকাঝকা, মারপিট ও প্রহার করেই দায় সেরে নেয়। অনেক ঘরের মহিলারা পুরুষের কাছে শেখার পরিবর্তে মহিলারা পুরুষদেরকে শেখাচ্ছে বলে মনে হয় বা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা যেন সন্তানরা নষ্ট না হয়। যে সব ঘরের সন্তানরা তরবিয়তহীনতায় ভুগে সেখানে সচরাচর কারণ হল, পুরুষের মনোযোগের অভাব বা স্ত্রী-সন্তানদের উপর অনর্থক কঠোরতা। অনেক ছেলেমেয়ে আমার কাছে এসেও অভিযোগ করে যে, আমাদের সাথে বা আমাদের মায়ের সাথে আমাদের পিতার আচার-ব্যবহার ভালো নয়।

অতএব, ঘরকে যদি শান্তিপূর্ণ করতে হয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের যদি সুশিক্ষা দিতে হয় এবং তাদেরকে যদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হয়, তাহলে পুরুষদের নিজেদের অবস্থার প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ) পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "পুরুষ ঘরের ইমাম বা নেতা হয়ে থাকে। অতএব, তারাই যদি ঘরের পরিবেশে মন্দ প্রভাব ফেলে , তাহলে কতটা মন্দ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। (তার কর্মের কারণে যে মন্দ প্রভাব পড়ে তার দ্বারা ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে।) পুরুষের উচিত, নিজের শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উপযুক্ত কাজে এবং বৈধ স্থানে ব্যবহার করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রোধশক্তি। এটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে। (ক্রোধ ও রাগ মানব প্রকৃতির অংশ বিশেষ, কিন্তু সেটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, উন্মাদনা এবং রাগের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হয়, তার নিকট থেকে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কেউ বিরোধী হলেও তার সাথে ক্রোধের বশে কথা বলা উচিত নয়।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৮) আপনজন বা ঘরের লোকজন তো দূরের কথা বিরোধীদের সাথেও রাগের বশবর্তী হয়ে কথা বলা উচিত নয়। অতএব, ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সামনে ক্রোধ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই মান বজায় রাখতে হবে। ক্রোধ প্রদর্শনের তো প্রশ্নই উঠে না। কেউ যদি বিরোধীও হয়, তার সাথেও বিবেকশূন্য এবং রাগের বশবর্তী হয়ে কথা বলা উচিত নয়। বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডণ করতে গিয়ে মু'মিনের মুখ থেকে নোংরা এবং উত্তেজনাপূর্ণ শব্দ বের হওয়া উচিত নয়।

আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, পাকিস্তান ও ভারত থেকে মহিলারা স্বামীদের যুলুম সংক্রান্ত অভিযোগ লিখে পাঠিয়ে থাকে। কাদিয়ান এবং পাকিস্তান উভয় স্থানেই ইসলাহ ও এরশাদ এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলোর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তরবিয়ত বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানমালার প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তবলীগ করছেন, ধর্মীয় বিষয়াদি শিখছেন, কিন্তু পরিবারে যদি অশান্তি বিরাজ করে, তবে এ সব জ্ঞান এবং তবলীগের কোন লাভ নেই।

মহিলাদের মনস্তত্ত্ব এবং পুরুষদেরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দেখে থাকে, এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "পুরুষের সমস্ত দিক এবং গুণাবলী মহিলারা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে। মহিলারা দেখেন যে, তার স্বামীর মাঝে তাকওয়ার অমুক অমুক গুণাবলী রয়েছে , যেমন- উদারতা, সহনশীলতা এবং বিনম্রতা। মহিলা যাচাই করার যেভাবে সুযোগ পায় অন্য কেউ তা পায়না। (ঘরে সে দেখে স্বামীকে।) তাই মহিলাদেরকে চোর বা চুর্নিও বলা হয়। কেননা, গোপনে স্বামীর চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী সে চুরি করতে থাকে এবং অবশেষে একসময় সে পুরো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ফেলে। এক ব্যক্তির ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। সে একবার ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তার স্ত্রীও খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথমে মদ ইত্যাদি পান করা আরম্ভ করে এরপর পর্দাও ছেড়ে দেয়। পর-পুরুষের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করে তার স্ত্রী। স্বামী পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসে। (কিছুকাল পরে স্বামী ভাবলো যে, আমি ভুল করেছি ইসলাম ত্যাগ করে। পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে) স্ত্রীকেও বলে তুমিও আমার সাথে এখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। সে বলে যে, আমার জন্য এখন মুসলমান হওয়া কঠিন। মদ ও অন্যান্য বদাভ্যাস আর লাগামহীন স্বাধীনতার যে অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে এগুলো ছাড়া সম্ভব নয়।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৮-২০৯ থেকে সংকলিত)

পুরুষের ইসলাম ত্যাগ করা এবং খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করা একটি চরম পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত। কিন্তু অনেক পুরুষ এমনও আছে, যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে না, নামসর্বস্ব ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। মুসলমান বলেই নিজেকে পরিচয় দেয়, কিন্তু স্বাধীনতার নামে অনেক অনুচিত এবং অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেভাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাদের অনুসরণে বা পুরুষের কথা অনুসারে নারীরাও স্বাধীনতার নামে সেই সমাজে গা ভাসিয়ে দেয়। কিছুকাল পর পুরুষের বোধোদয় হয় যে, তার স্ত্রী অতিরিক্ত স্বাধীন হয়ে গেছে। সেই স্বাধীনতা থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া-বিবাদ এবং মারধর আরম্ভ হয়ে যায়। এখানেও এমন ঘটনাবলী ঘটে। আর আমি যেভাবে বলেছি, এই সব দেশে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। মহিলা এবং শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হস্তক্ষেপ করে। তখন পরিবার ভেঙ্গে যায়, সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব পরিবারের ভাঙ্গন এবং সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট হওয়ার পূর্বেই এমন পুরুষদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যা সন্তান-সন্ততির প্রেক্ষাপটে ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম তাদের জন্য নির্ধারণ করেছে।

নারীদের অধিকার এবং তাদের সাথে কেমন আচরণ হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " ইসলাম যেভাবে নারীদের অধিকার রক্ষা করেছে, অন্য ধর্ম আদৌ তেমনটি করেনি। সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলেছে যে, "ওয়ালাহুন্না মাসালুল্লাযি আলাইহিন্না" (আল-বাকারা: ২২৯) যেভাবে পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার একইভাবে নারীদেরও পুরুষদের কাছে প্রাপ্য রয়েছে। কিছু মানুষ সম্পর্কে শোনা যায় যে তারা এই অসহায় নারীদেরকে পায়ের জুতো মনে করে। সব ঘৃণ্য কাজ তাদের দ্বারা করায়। গালি দেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। পর্দার নির্দেশ এমন অন্যায়ভাবে তাদের উপর চাপায় যে, যেন তাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হচ্ছে।" অর্থাৎ এমন কঠোরভাবে, বিশেষ করে হাত ও মুখমণ্ডলের পর্দার অনুশীলন করায় যে, নি:শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে যায়। এতটা কঠোর হওয়া উচিত নয়। ইসলাম খুবই ভারসাম্যপূর্ণ একটি ধর্ম। অপর দিকে মহিলাদেরকেও ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। পর্দার শিথিলতার নামে সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে যাবেন না। এটিও দেখা গেছে যে, অনেকেই সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করা আরম্ভ করেছে। পর্দা নামে মাত্র রয়ে গছে তাদের জীবনে। এটিও ভ্রান্ত রীতি। তাই মহিলাদেরকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, মাথা এবং দেহ লজ্জাবোধের দাবির নিরীখে ঢাকা আবশ্যক, এটি খোদার নির্দেশ। এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মান কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-"স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের সম্পর্ক তেমনই হওয়া বাঞ্ছণীয় যেভাবে দু'জন প্রকৃত এবং সত্যিকার বন্ধুর সম্পর্ক হয়ে থাকে। পুরুষদের উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রথম সাক্ষী তো মহিলারাই হয়ে থাকে। যদি তাদের সাথেই এদের সম্পর্ক ভাল না হয় তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সাথে মীমাংসা হবে। (ঘরেই যদি সম্পর্ক ভাল না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র সাথে মীমাংসা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করাও কঠিন।) তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'খায়রুকুম খায়রুকুম লে

আহলিহী'। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে নিজের স্ত্রীর জন্য উত্তম।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড-, পৃষ্ঠা:৪১৭-৪১৮) অতএব এই হল সেই মানদণ্ড যা প্রত্যেক পুরুষের অবলম্বন করা উচিত।

এরপর পিতা হিসেবে পুরুষদের যে দায়িত্ব বর্তায় সেটিও বুঝতে হবে। এই কথা মনে করবেন না যে সন্তানদের সুশিক্ষার দায়িত্ব শুধু মায়েদের । এতে সন্দেহ নেই যে, একটা বয়ঃসীমা পর্যন্ত সন্তান মায়ের সাথেই জীবন-যাপন করে। অত্যন্ত শৈশবে বাচ্চার সুশিক্ষা এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে মায়ের তরবিয়ত এবং সুশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু এর কারণে পুরুষ নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। পিতাদেরকেও বাচ্চার তরবিয়ত এবং সুশিক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে ছেলেরা যখন ৭/৮ বছর বয়সে উপনীত হয়। এ বয়সের পর তারা পিতার মনোযোগের মুখাপেক্ষি থাকে, নতুবা পাশ্চাত্যের এই সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেদের নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। এখানেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে যা মহিলাদের প্রেক্ষাপটে পূর্বেই যার উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষদের বা পিতাদের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পিতাদের যেখানে সন্তানদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান করার প্রয়োজন রয়েছে তাদের উন্নত চরিত্রের খাতিরে সেখানে তাদের উপর গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিও রাখা উচিত, যেন তারা সমাজের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে।

এরপর ছেলেদের সাথে পিতার সম্পর্ক বাচ্চাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরী করে। অনেক পিতা সন্তানদের আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, তাদের ভিতর এক ধরণের সংকোচ দেখা দিয়েছে, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব দেখা দিচ্ছে বা বেশি মিথ্যা বলা আরম্ভ করেছে। পিতাদের যখন বলা হয় যে, সন্তানদের কাছে আস, তাদের কাছে টেনে নাও, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কর তখন এর ফলে প্রায়শ: দেখা গেছে যে, ছেলেদের ভিতর যে দুর্বলতা থাকে তা ক্রমশঃ দূর হতে থাকে। অতএব, ছেলেদেরকে বাইরের পরিবেশ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য পিতার উচিত সন্তানদের সাথে কিছুটা সময় বাইরে কাটানো।

এছাড়া ধর্মীয় তরবিয়তের দিকে মনোযোগ দেওয়াও পিতার দায়িত্ব। যেখানে সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি ব্যবহারিক দৃষ্টি দিবেন সেখানে তাদের জন্য দোয়ার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত। তরবিয়ত বা প্রশিক্ষনের প্রকৃত ফল আসে খোদার কৃপায়। কিন্তু নিজের চেষ্টা মানুষকে অবশ্যই করা উচিত।

তরবিয়ত বা ধর্মীয় শিক্ষার রীতি এবং বাচ্চাদের জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "হেদায়াত এবং তরবিয়ত তথা প্রকৃত সুশিক্ষা দেওয়া আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। (প্রকৃত তরবিয়ত করা আল্লাহ্ তা'লারই কাজ।) কঠোর নিয়ন্ত্রণ আর কোন বিষয়ে নাছোড় মনোবৃত্তির ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থাৎ কথায় কথায় বাচ্চাদের বাধা দেওয়া, বিরত রাখা থেকে এটিই বুঝা যায় যে, যেন আমরাই হেদায়াত দেওয়ার মালিক। আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে তাকে এক পথে পরিচালিত করব। এটি এক প্রকার সুক্ষ্ম এবং সুপ্ত শির্ক। এটি থেকে আমাদের জামা'তকে বিরত থাকা উচিত। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, আমরা তো সন্তানদের জন্য দোয়া করি আর সাধারণ নিয়মকানুন এবং শিক্ষার রীতি-নীতি অনুসরণ করি। (আমাদের শিক্ষা কী, আমাদের রীতি-নীতি কী, আইন-কানুন কী, তা অনুসরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি) ব্যস এতটুকুই, এর বেশি নয়। এরপর শতভাগ নির্ভর করি আল্লাহ্‌র উপর, যার ভিতর যতটা পুণ্যের বীজ থাকবে তা যথাসময়ে সবুজ-শ্যামল বৃক্ষে পরিণত হবে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫)

তাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বলেন যে, আমরা দোয়া করি, সেখানে তাঁর দোয়ার মানও ছিল অনেক উন্নত। এই বিষয়টিকে সামান্য কথা মনে করা উচিত নয়। দোয়ার এই মানে উপনীত হওয়ার জন্য আমাদেরকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। এটি সামন্য কোন কথা নয়। পিতাদের এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

পিতা হিসেবে সন্তানের তরবিয়তের প্রতি কিভাবে আর কতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষদভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখেন-"কিছু মানুষের ধারণা হল সন্তানের জন্য কিছু সম্পদ রেখে যাওয়া উচিত। আমি আশ্চর্য হই যে, সম্পদ রেখে যাওয়ার কথা চিন্তা করে কিন্তু এটি ভাবে না যে, সন্তান যেন পুণ্যবান হয়, পাপাচারী যেন না হয়। আর এই চিন্তাও মাথায় আসে না আর এর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করা হয় না। অনেক সময় এমন মানুষ সন্তানদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে। সন্তানের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টির বিষয়টিকে উপেক্ষা করে। নিজেদের জীবদ্দশায় সন্তানের অপকর্মে তারা কাঁদে এবং সন্তানের অপকর্মের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়। যে সম্পদ সে বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করেছিল তা কেবল অপকর্ম এবং মদ্যপানেই অপচয় করা হয়। সেই সন্তান এমন পিতামাতার জন্য দুষ্কর্ম এবং পাপাচারিতাপূর্ণ জীবনের উত্তরাধিকারী হয়। তিনি বলেন, সন্তানের পক্ষ থেকে যে পরীক্ষা আসে তাও অনেক বড় পরীক্ষা হয়ে থাকে। সন্তান যদি পুণ্যবান হয় তবে কিসের চিন্তা? আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন যে, "ওয়াহুয়া ইয়াতাওয়াল্লা সালেহীন" (আল-আরাফ-১৯৭) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকেন। যদি দুর্ভাগা হয়ে থাকে তবে তার জন্য লক্ষ টাকা রেখে গেলেও সে পাপাচারিতার মাঝে তা অপব্যয় করে সর্বশ্রান্ত হয়ে যাবে এবং সেই সব সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তার জন্য অবধারিত। যে ব্যক্তি নিজের মতামতকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত করে, সে সন্তানের পক্ষ থেকে শান্তিতে থাকে আর এর উপায় হল সন্তানের ভিতর পুণ্য এবং যোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করা আর এর জন্য দোয়া করা। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার তত্ত্বাবধান করবেন। তার দেখা-শোনা করবেন, তার দায়িত্ব নিবেন। পুণ্যের জন্য চেষ্টা করার অর্থ হল তার জন্য তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। হযরত দাউদ (আ.)-এর এক উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন- আমি এক শিশু ছিলাম, যুবক হয়েছি, যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। মুত্তাকীকে কখনও খাদ্য-সংকটে ভুগতে দেখি নি বা তার সন্তানদেরকে ভিক্ষা করতে দেখি নি। আল্লাহ্ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধান করেন। তাই নিজে নেক হও আর সন্তানের জন্য পুণ্য ও তাকওয়ার এক উন্নত দৃষ্টান্ত হয়ে যাও। (সারকথা হল সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের অবস্থাকে সে অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে যার শিক্ষা ইসলাম দিয়ে থাকে। কেবল তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক পথে থাকবে আর পিতা-মাতার জন্য নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হবে। তিনি বলেন, নিজে পুণ্যবান হও আর সন্তানদের জন্য পুণ্য এবং তাকওয়ার উন্নত আদর্শ হয়ে যাও। সন্তানকে মুত্তাকী এবং ধার্মীক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা এবং দোয়া কর। তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করার ক্ষেত্রে যতটা চেষ্টা কর ততটা চেষ্টা এই ক্ষেত্রে কর। তিনি বলেন....."অতএব, সেই কাজ কর যা সন্তানের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত, আদর্শ এবং শিক্ষা হয়ে থাকে। এর জন্য আবশ্যক হল সর্ব প্রথম আত্মসংশোধন করা। যদি তোমরা উন্নত পর্যায়ের মুত্তাকী এবং পরহেজগার হয়ে যাও, খোদাকে সন্তুষ্ট কর তাহলে বিশ্বাস করা যায় বা আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের কল্যাণ করবেন।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৮-১১০)

ইসলাম যেখানে পিতাকে আদেশ দেয় যে, সন্তানদের তরবিয়ত এবং সুশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হও, তাদের জন্য দোয়া কর, সেখানে সন্তানদেরও নির্দেশ দেয় যে, তোমাদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। যখন সাবালক হও পিতা-মাতারও কিছু প্রাপ্য আছে। সেই প্রাপ্য তাদেরকে দিতে হবে। আত্মীয়তার পারস্পরিক অধিকারের শৃঙ্খলগুলিই পরস্পর মিলিত হয়ে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলে।

পিতা-মাতার প্রাপ্য প্রদানের দায়িত্ব যে কত বড় আর এর গুরুত্ব যে কত বেশি এই বিষয়ের জ্ঞান এবং চেতনাবোধ সব মু'মিনের হওয়া উচিত। এক ছেলে যখন সাবালক হয় কিভাবে পিতা-মাতার অধিকার তাকে দিতে হবে এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আমরের পক্ষ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমি জিহাদে যেতে চাই। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? সে ব্যক্তি বলেন যে, হ্যাঁ, তারা জীবিত। রসূলে করীম (সা.) বলেন যে, তাদের সেবা কর, এটিই তোমার জিহাদ। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) অতএব, পিতা-মাতার খেদমতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

শুধু তাই নয় বরং পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার বিস্তার-প্রসারের জন্য পিতার বন্ধুদের সাথেও সৎ ব্যবহার বা পুণ্য করার নির্দেশ রসূলুল্লাহ (সা.) দিয়েছেন। একবার তিনি বলেন, মানুষের সর্বোত্তম নেকী এবং পুণ্য হল পিতার বন্ধুদের সাথে সৎ ব্যবহার করা অর্থাৎ পিতার ইন্তেকালের পর।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে একবার মহানবী (সা.) বলেন, হাদীসে যার এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু ইয়াসয়াদু আস-সায়াদী বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমরা উপস্থিত ছিলাম, বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি আসে এবং জিজ্ঞেস করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর এমন কোন নেকী আছে কী যা তাদের পক্ষে আমি করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, কেন নয়। তাদের জন্য দোয়া কর, ক্ষমা চাও, তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কারো সাথে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সেভাবেই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যেভাবে তারা নিজের জীবদ্দশায় করতেন। তাদের বন্ধুদের সাথে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে কথা বল ও সদাচরণ কর।(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

একবার মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হতে চায় এবং সম্পদ ও প্রাচুর্য চায় তার উচিত পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। (আল জামে লি শুবিল ঈমান, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৪-২৬৫)

তাই সন্তান-সন্ততি কেবল তাদের উৎপাত সহ্য করার জন্যই নয় বরং সাবালক হওয়ার পর তাদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায় আর পিতা-মাতারও কিছু প্রাপ্য আছে যা সন্তানদের দিতে হবে। বিয়ের পর বিশেষ করে এইসব দায়িত্বের

প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যক। মানুষ যদি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে স্ত্রীর প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করে আর যথাযথভাবে পিতা-মাতার সেবা যত্নও করে আর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে স্ত্রীর ভেতর পিতা-মাতার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করে আর একই সাথে নিজেও নিজের শ্বশুর শাশুড়ির গুরুত্ব বোঝে তাহলে পরিবারে কখনও ঝগড়া -বিবাদ হওয়ার কথা নয়, যা অনেক সময় হয়ে থাকে।

অনেক সময় ধর্মীয় মতভেদের কারণে সন্তান ও পিতার মাঝে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কোন কোন নতুন বয়আতকারী এখনও এই প্রশ্ন করে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানদের পিতাদের সাথে সৎ ব্যবহারও করতে হবে এবং তাদের সেবাও করতে হবে। একবার বাটালা সফরকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শেখ আব্দুর রহমান সাহেবকে তার পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন । অতঃপর তিনি তাকে নসীহত করেন যে, "তাদের জন্য দোয়া কর (তার পিতা-মাতা আহমদী ছিলেন না, অ-মুসলীম ছিলেন।) সকল অর্থে তাদের মন জয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। পূর্বের চেয়ে সহস্র গুণ বেশি নিজের উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে ইসলামের সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট কর। নৈতিক নিদর্শন এত বড় নিদর্শন যার মোকাবেলায় অন্য নিদর্শন দাঁড়াতেই পারে না। সত্যিকার ইসলামের মানদণ্ড হল, মানুষ উন্নত নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে অসাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তোমার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে ইসলামের ভালোবাসা সঞ্চার করবেন। ইসলাম পিতা-মাতার সেবা করতে বারণ করে না। সেই সমস্ত জাগতিক বিষয়াদি যেগুলির কারণে ধর্মের ক্ষতি না হয়, ধর্ম প্রভাবিত না হয়, সেই ক্ষেত্রে শতভাগ তাদের আনুগত্য করা উচিত। আন্তরিকভাবে তাদের সেবা করা উচিত।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫) এটি তবলীগের ক্ষেত্রে সার্বজনীন নীতি যে, সব সময় ভাষা কোমল হওয়া উচিত। উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত।

আরো একটি ঘটনা রয়েছে। এক্ষেত্রে পিতাও মুসলমান। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, হুযূর পিতা-মাতার খেদমত এবং তাদের আনুগত্য আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য আবশ্যক করেছেন কিন্তু আমার পিতা-মাতা হুযূরের হাতে বয়আত করার কারণে আমার প্রতি যারপরনায় ক্ষুন্ন। আমার মুখ দেখাও পছন্দ করেন না। আমি যখন হুযূরের হাতে বয়আতের জন্য আসতে যাচ্ছিলাম, তারা বলে যে, আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ রেখ না, তোমার মুখও দেখতে চাই না। এই খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করতে পারি? আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, পিতা-মাতার খেদমত কর, তারা আমার চেহারাও দেখতে চায় না, সম্পর্কও রাখতে চায় না। এই দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করব? তিনি বলেন যে, কুরআন যেখানে পিতা-মাতার আনুগত্য করার এবং তাদের খেদমতের নির্দেশ দিয়েছে সেখানে এই কথাও বলে যে, رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا আল্লাহ্ তা'লা খুব ভালোভাবে জানেন তোমাদের হৃদয়ে যা আছে যদি তোমরা পুণ্যবান হও তাহলে যারা তার সামনে তার কাছে বিনত হয় তিনি তাদের জন্য গফুর বা অতীব ক্ষমাশীল। সাহাবা রিজওয়ানুল আলাইহিমও এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে পিতা-মাতার সাথে তাদের মতভেদ হয়েছে। যাইহোক, নিজের পক্ষ থেকে তাদের দেখাশোনার জন্য, খেদমতের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাক। যখনই কোন সুযোগ পাও খেদমতের সুযোগ হাত ছাড়া কর না। নিয়তের সোয়াব তুমি পাবে। শুধু ধর্মীয় কারণে খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যদি পিতা-মাতাকে ত্যাগ করতে হয় এটি একটি বাধ্যবাধকতা। পুণ্য সামনে রাখ, নিয়তের স্বচ্ছতা দৃষ্টিতে রাখ, তাদের জন্য দোয়া কর। এই বিষয়টি আজকের নতুন কোন বিষয় নয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-ও এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যাইহোক, সর্বোপরি খোদার অধিকার। তাই খোদা তা'লাকে অগ্রাধিকার প্রদান কর। নিজের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টায় রত থাক। তাদের পক্ষে দোয়া অব্যাহত রাখ এবং সংকল্পের দৃঢ়তার উপর দৃষ্টি রাখ। নিয়ত সঠিক হওয়া উচিত।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩০-১৩১) অতএব, আজও অনেকেই এই যে প্রশ্ন করে যে, পিতা-মাতার প্রতিও কিছু করণীয় আছে, এই দায়িত্ব কিভাবে পালন করব? তাদের জন্য এই উত্তর যথেষ্ট হওয়া উচিত।

যাইহোক, একজন পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকায় যে দায়িত্বাবলী বর্তায় সেগুলো পালনের চেষ্টা করা উচিত। পরিবারকে এমন এক নমুনা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ সব সময় বজায় থাকে। একজন পুরুষের একাধিক ভূমিকা আছে, সে যেমন একজন স্বামী আবার পিতা ও পুত্রও বটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। পুরুষের আরও অন্যান্য ভূমিকা রয়েছে, আমি শুধু তিনটির কথা উল্লেখ করলাম। পরিবারের ন্যায় মৌলিক ক্ষেত্রটিতে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেটিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে একমাত্র তখনই সামাজিক শান্তির নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

****

প্রথম খুতবার শেষাংশ....

ক্ষেত্রে যদি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে শয়তানের শিকারে পরিণত হতে পারে।) সব সময় তওবাকে জীবিত রাখ। স্মরণ রেখো! সব সময় যেন তওবায় রত থাক, কখনো তওবাকে নিষ্প্রাণ হতে দিও না। সব সময় ইস্তেগফারে রত থাক। কেননা যে অঙ্গ ব্যবহার করা হয়, সেটি কার্যক্ষম থাকে, কিন্তু যে অঙ্গকে ফেলে রাখা হয় এবং কোন কাজে লাগানো হয় না, সেটি বিকল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তওবাকেও সক্রিয় রাখ, সেটি যেন অকেজো না হয়ে যায়। তোমরা যদি প্রকৃত অর্থে তওবা না কর, তাহলে সেটি সেই বীজের ন্যায়, যা পাথরের উপর বপণ করা হয়। কিন্তু যদি সত্যিকার তওবা হয়ে থাকে, তাহলে তা সেই বীজের ন্যায়, যা উর্বর ভূমিতে বপণ করা হয় আর যা যথা সময়ে ফল দেয়। বর্তমানে এই তওবার পথে অনেক বড় বড় সমস্যা রয়েছে। (কাদিয়ানে আগত কিছু লোককে তিনি নসীহত করছিলেন যে, এখান থেকে যখন যাবে, তখন অনেক কিছু তোমাদেরকে শুনতে হবে। অনেক কথা বলবে মানুষ, বড় বড় কথা বলবে যে, তোমরা এক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত কাফের দাজ্জালের হাতে বয়আত করেছ।) এমন কথা যারা বলে, তাদের সামনে উত্তেজিত হয়ে সংযম হারাবে না। আমি খোদার পক্ষ থেকে ধৈর্য্যের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি। তাই, তোমাদের উচিত হবে তাদের জন্য দোয়া করা যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও হেদায়াত দান করেন। যেভাবে তোমরা আশা কর বা যেভাবে তোমাদের ধারণা হল যে, তারা তোমাদের কথা আদৌ গ্রহণ করবে না, তোমরাও তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন কর। আমাদের বিজয়ের অস্ত্র হল, ইস্তেগফার, তওবা, ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া, খোদার মাহত্ম্য সামনে রাখা এবং পাঁচ বেলার নামায পড়া। নামায হল, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য চাবিকাঠি স্বরূপ। যখনই নামায পড়বে, নামাযে দোয়া কর, ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে না। প্রতিটি পাপ সম্পর্কে সাবধান থাক, তা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত হোক বা আল্লাহ্‌র অধিকার সংক্রান্ত হোক।"(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

আমাদের দায়িত্ব হল, আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার সব সময় চেষ্টা করা, তাঁর পথে ধৈর্য্য এবং অবিচলতার সাথে কুরবানী দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ধৈর্য্য এবং দোয়ার সাথে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফীক দিন, আমরা যেন সব সময় খোদার ফযল এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি।

নামাযের পর এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন, জনাব পি. পি. নাজিমুদ্দীন সাহেব। তিনি ভারতের কেরালার অধিবাসী। ৩রা মে তারিখে তিনি ট্রেন দুর্ঘনায় ইন্তেকাল করেন ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। প্রাইভেট কারে করে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনা কবলিত হন। কুরআনের প্রদর্শনী থেকে ফিরে আসার পথে তিনি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নিবেদীত প্রাণ মানুষ ছিলেন, ধর্মকে জাগতিকতার উপর সব সময় প্রাধান্য দিতেন। কাদিয়ানের বিভিন্ন ইজতেমা, জলসা সালানা এবং শুরা ইত্যাদিতে রীতিমত যোগদান করতেন। খুবই কর্মঠ এক সদস্য ছিলেন। তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ধর্মের কাজ করছিলেন, মৃত্যুর সময় নায়েব সদর আনসারুল্লাহ্ ভারত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি দুবাই-এ বসবাস করেন। সেখানকার প্রথম আমীর জামা'ত হিসেবে কাজ করার তৌফীক পেয়েছেন। তার ব্যাপক যোগাযোগও ছিল। আর সেই সম্পর্ক এবং যোগাযোগের গণ্ডিকে জামা'তের কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন। জামা'তী ব্যবস্থাপনা বা নিযাম তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলতেন। বন্ধুদেরকেও অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করতেন। ইবাদত পরায়ন, কুরআন পাঠকারী, খুবই বিনয়ী , খুবই খাঁটি এবং সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মানুষের হিত সাধনকারী ব্যক্তি ছিলেন। সন্তান-সন্ততির উত্তম তরবিয়্যত করতেন। সব সময় পুণ্যের ব্যাপারে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতেন, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন এবং তিনি মুসীও ছিলেন। তার এক মেয়ে এখানে থাকেন এবং এক পুত্র দুবাইয়ে বসবাস করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকে তার পুণ্য ধরে রাখার এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফীক দান করুন।

একের পাতার পর....

****

সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদা তা'লার সেই নিয়মকে প্রত্যক্ষ কর যাহা সারা দুনিয়াতে পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী মুষিক সাজিও না, বরং উর্ধ্বগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর, যাহা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পছন্দ করে। তোমরা তওবার বয়াত গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না, এবং সাপের ন্যায়ও হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও পুনরায় সাপ থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ কর, যাহা ক্রমশঃ তোমাদের নিকটে আসিতেছে, কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে সচেতন নও। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৮)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 29th June, 2017 Issue No. 26

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর....

শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করেছে। এই বক্তব্যটি আজকের পৃথিবীর খুবই প্রয়োজন রয়েছে। খলীফার বক্তব্য ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন অভিযোগ আরোপ করেন নি বরং তিনি বলেছেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের দূর্বলতাই হল পৃথিবীর অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ। তিনি বলেছেন আমাদের এই ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করে নেওয়া উচিত এবং এরপর উন্নতির পথে পা বাড়ানো উচিত। মোটকথা, তিনি নিজের বক্তব্যে ইসলামের এই শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়। এটি অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের এবং সময়োপযোগী ভাষণ ছিল। হুযুর এমন বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যেগুলির প্রয়োজন ছিল। তিনি আইন প্রণেতাদেরকে বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন। হযরত আকদস অত্যন্ত দূরদর্শী এবং ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারার অধিকারী। তিনি বলেছেন ন্যায়-নীতি এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভারসাম্য ও সুসামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। তিনি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং অনেক জটিল দিকগুলিকে এমন চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যাতে মানুষের ভাবাবেগে আঘাত না লাগে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কিউন ওয়া বলেন: অত্যন্ত চিত্তকার্ষক বাচনভঙ্গি ছিল। শ্রোতারা যাতে তাঁর বাণী হৃদয়াঙ্গম করতে পারে সেই জন্য হুযুরের কথাবলার গতি যথাযথ ছিল। হুযুর খুব স্বল্প বাক্যে অনেকগুলি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বক্তব্যের একাধিক উদ্ধৃতি কুরআন থেকে উপস্থাপন করেছেন। এটি আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। ধর্মীয় বিষয়ে আমি একজন স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তি হওয়ার দরুন আমার জন্য এটি সুখকর বিষয় ছিল যার ফলে আমার জ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়েছে।

জামাইকার হাই কমিশনার জিন্স মিলার নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: খলীফা বলেছেন যে, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা সকলের অধিকার। এর পাশাপাশি তিনি শান্তি ও সহনশীলতার বার্তা দিয়েছেন। বর্তমান কালে এই বাণী অত্যন্ত জরুরী।

জার্মান প্রতিনিধি ওয়ার্নার ভেন্ট বলেন: যে ভাষায় হুযুর আনোয়ার ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন আমরা সকলেও এমনই এক শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের আকাঙ্খা রাখি। এই বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম এবং আমরা ইউরোপে আগমণকারী শরণার্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারি। তাঁর বক্তব্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি ছিল এই যে, আমাদের সকলকে পৃথিবীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং এটি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, জনসাধারণ যেন ব্যক্তিগত স্তরে স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন যাপন করার সুযোগ পায়।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ক্রিস্টি ডানকান বলেন: খলীফা সাহেবের সঙ্গে কাটানো সময় অত্যন্ত প্রভাব ও বিনয় সৃষ্টিকারী ছিল। তাঁর একটি কথা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে আর তা হল এই যে, যে একবার বন্ধু হয়ে যায় সে চিরকালের জন্যই বন্ধু থাকে। তিনি বক্তব্যে বিভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন- সাম্য, ন্যায়-নীতি, শান্তি, যুবক, রাষ্ট্রপুঞ্জ ইত্যাদি। এবং তিনি একথারও উল্লেখ করেছেন যে, মানবতার উন্নতির জন্য আমাদেরকে সকলকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে। জামাত আহমদীয়া আমার কাছে এক সদয় পরিবারের মত।

গার্নিট জিন্স বলেন: এটি এক মহান বার্তা ছিল যে, কিভাবে ধর্ম এবং ধর্মীয় পথ-প্রদর্শকগণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান সময়ের সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারেন। তিনি এ সত্যও উন্মোচন করেন যে, কিভাবে অস্ত্র বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ করে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করতে পারি। আমরা প্রায়শঃই একে অপরের উপর অভিযোগ আরোপ করে থাকি। কিন্তু হুযুর আনোয়ার স্পষ্ট করেন যে, কিভাবে পাশ্চাত্যের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি নিজেদের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট রাজ সৈনি বলেন: ইসলাম যে একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম এবং যে সমস্ত মুসলমান শান্তির এই বাণী মেনে চলে না তারা প্রকৃত মুসলমান নয়- এই কথার উপর হুযুরের গুরুত্ব দেওয়া সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মাজিদ জোহরী বলেন: বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটিই ছিল যে, পৃথিবীতে শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ যা আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আরও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে, যেমন- সামাজিক অস্থিরতা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সকলকে সম্মিলিতভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সিনিয়র ইমিগ্রেশন জজ এবং এবছর স্যার যাফরুল্লাহ খান পুরস্কার প্রাপ্ত লুইস আরবার নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য সমাজের সমস্যাবলীর উপরও আলোকপাত করেছেন। এবং তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, অনেক সময় এদের কাজে দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়, এরা সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রদান করে না।

ওটোয়া পুলিশের প্রতিনিধি ডেভ যাকারিয়া বলেন: হুযুরের উপস্থিতিতে এখানে অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য গর্বের বিষয় ছিল। হুযুর তাঁর বক্তব্যে উগ্রবাদ এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করেন এবং সেগুলির মূল কারণ সমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কোন কোন দেশ সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করছে যার কারণে গৃহযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে।

কলিশন অফ প্রগ্রেসিভ কানাডিয়ান মুসলিম এর সদর সালমা সিদ্দিকি বলেন: আমি হুযুরের যে কথা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি তা হল, তিনি অত্যন্ত গভীরতায় গিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মহিলারা যদি উগ্রবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে সন্ত্রাসে যোগ দেয় তবে কেবল তারাই প্রভাবিত হবে না বরং তাদের সন্তান-সন্ততিও প্রভাবিত হবে। আমি নিজেকে এই সম্প্রদায়ের অংশ মনে করি এই কারণে ভাঙ্গা পা নিয়েও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি।

শান তাসির সাহেব বলেন: হুযুর আনোয়ার এর ভাষণ অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ছিল। আমি এর পূর্বে কখনো এমন ভাষণ শুনি নি। খলীফা এখানে কিছু চাইতে আসেন নি। বরং তিনি পাশ্চাত্য বিশ্বের সামনে তাদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেছেন। হুযুরের বক্তব্য আমার হৃদয়ের কণ্ঠ ছিল।

একজন শিখ অতিথি নিজের অভিব্যক্তি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: আমি মনে করছিলাম যে, হয়তো কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর বক্তব্য হবে। কিন্তু আমি মনে করি আজ যে বক্তব্য হুযুর প্রদান করেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। আমি যখন এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলাম তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এক অতিশয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই এমন শক্তিশালী বক্তব্য প্রদান করতে সক্ষম। আর আমি এবিষয়ে আরও গভীর চিন্তা করলে অনুধাবন করি যে, নিশ্চিতভাবে একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই এমন সাহসিকতাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করতে পারে। তাঁর এই সাহসিকতা প্রমাণ করে যে, তিনি একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। হুযুর পাশ্চাত্যের এক পার্লামেন্টে বলেছেন যে, পৃথিবীর অশান্তির নেপথ্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলিরও ভূমিকা আছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলি যে সব অস্ত্র বিক্রয় করে তা সন্ত্রাসীদের হাতে কিভাবে পৌঁছে যায়। তিনি এ কথাও স্পষ্ট করেন যে, কানাডা থেকে যারা সন্ত্রাসবাদে যোগ দিতে যায় তাদের মধ্যে কুড়ি শতাংশ মহিলা এবং তারা ভবিষ্যত প্রজন্মকেও সন্ত্রাসের ভাবধারায় প্রভাবিত করবে। আমি এই বিষয়ে কখনো ভেবে দেখি নি। এ বিষয়টিও আমার পছন্দ হয়েছে যে, হুযুর আনোয়ার কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়েও কথা বলেছেন যে, আমাদের অঙ্গিকার বা আমানত পূর্ণ করা আবশ্যক। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সরকারের শাসন ভারও একটি আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ। অতএব সরকারি পদাধিকারদের উচিত নিজেদের অঙ্গিকারসমূহকে সঠিক অর্থে পূর্ণ করা। তিনি বলেন, মুসলমান আলেমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং এর কারণে কলহ ও বিবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপভাবে হুযুর পাশ্চাত্য বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যে, তারা অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অধিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিতি করার দাবি করে, অতএব এখন এই দাবি পুরণ করে দেখানো তাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং তারা যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করে। যেমন- পর্দার উপর বিধি-নিষেধ বা উপাসনাগারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা। আমার মতে তিনি পাশ্চাত্য দুনিয়াকে অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইস্রায়েলের প্রতিনিধি রাফায়েল বারাক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: চমৎকার একটি বক্তব্য ছিল। শান্তির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল। এ বার্তাও ছিল যে, সমস্ত ধর্মকে কিভাবে পরস্পরের সম্মান করা উচিত। আজ ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা পাল্টে গেছে এবং এর প্রতি আমার অনুরাগও বেড়ে গেছে। এই বক্তব্যটির প্রসার ও প্রচার এবং সমধিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। মানুষ যদি এই বার্তাটি মেনে চলে তবে পৃথিবীর জটিল থেকে জটিল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। হুযুরের বক্তব্যে সহনশীলতার বিষয়টি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সমস্ত মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা কর্তব্য, সে মুসলমনা হোক কিম্বা ইহুদী- এই বার্তাটিও আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি আনন্দিত যে, হাইফাতে প্রতিষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়া ভাল কাজ করছে। আমি হুযুরকে হাইফা আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে আপনি এখানে জামাতের প্রচেষ্টা দেখে যেতে পারেন। আমি অবগত আছি যে, খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) আমাদের এখানে এসেছিলেন। আমার ইচ্ছা বর্তমান খলীফাও সেখানে পদার্পণ করুক। (বদর, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir